মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার

নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
www.dife.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

www.dife.gov.bd

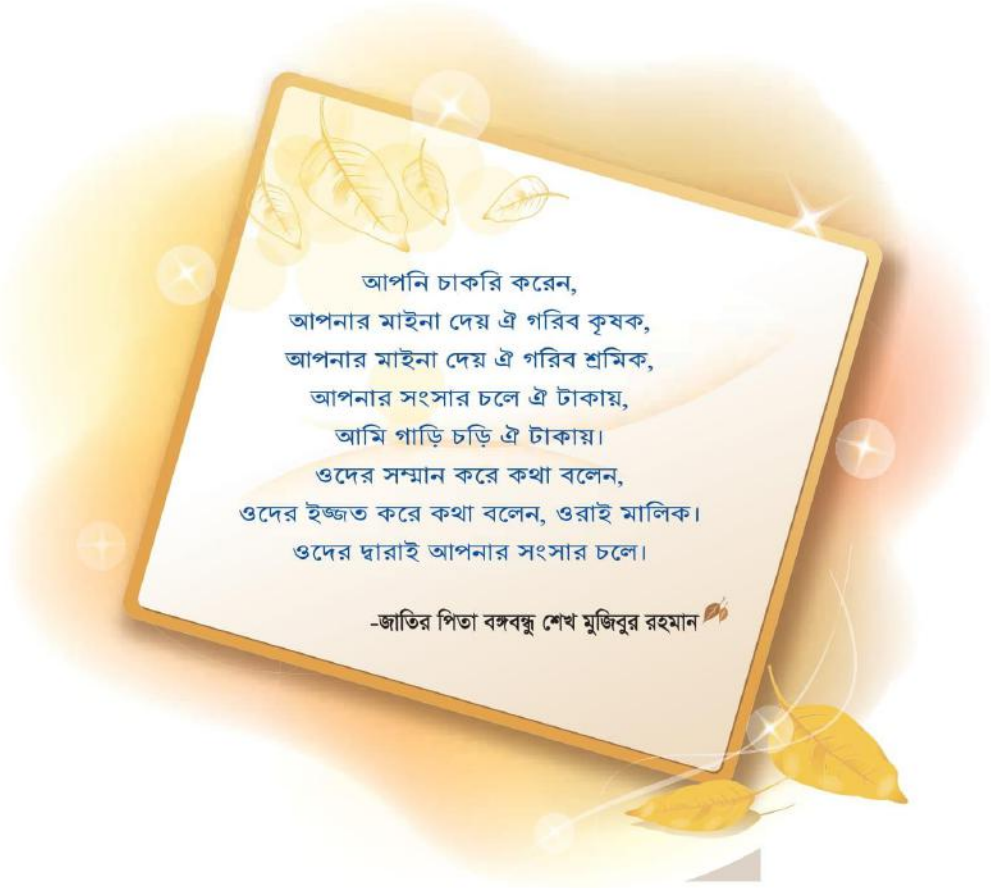
আপনি চাকরি করেন,
আপনার মাইনা দেয় ঐ গরিব কৃষক,
আপনার মাইনা দেয় ঐ গরিব শ্রমিক,
আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়,
আমি গাড়ি চড়ি ঐ টাকায়।
ওদের সম্মান করে কথা বলেন,
ওদের ইজ্জত করে কথা বলেন, ওরাই মালিক।
ওদের দ্বারাই আপনার সংসার চলে।
-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

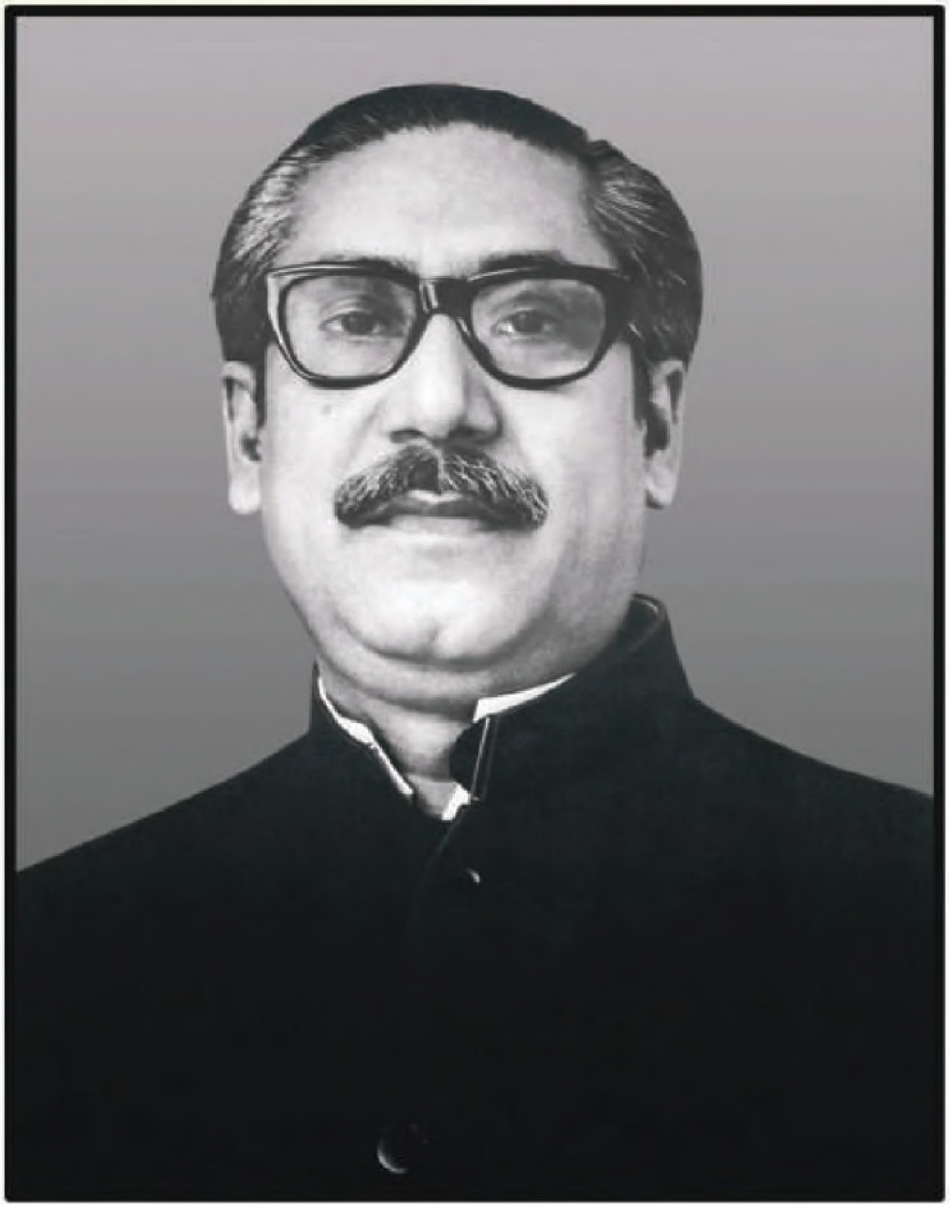

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম জনগণের সম্মুখে প্রকাশ করার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার তার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে থাকে। উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। শিল্পখাতে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সৃষ্ট মহামারির কারণে সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি সংকটের মধ্যে পড়লেও আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় নেতৃত্ব এবং সাহসী পদক্ষেপের ফলে শিল্প-কারখানার উৎপাদন সচল রাখাসহ শ্রমজীবী মানুষকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়েছি। করোনা মহামারীর শুরুতেই কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে কর্মরত চিকিৎসকদের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে 'টেলিমেডিসিন' সেবা চালু করা হয়েছে এবং আইএলও'র সহায়তায় 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অধিদপ্তর মালিক, শ্রমিক ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যবসা ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম এবং বিশেষ কার্যক্রমের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। অধিদপ্তরের গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে এই বার্ষিক প্রতিবেদন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সর্বোপরি ডাইফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন দেশের শিল্প কারখানা ও শ্রমশক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য ও উপাত্তের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কারখানা ও শ্রম সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রেও এই প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

পরিশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষে' বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাই। দেশের শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত তথ্যবহুল এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সার্বিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

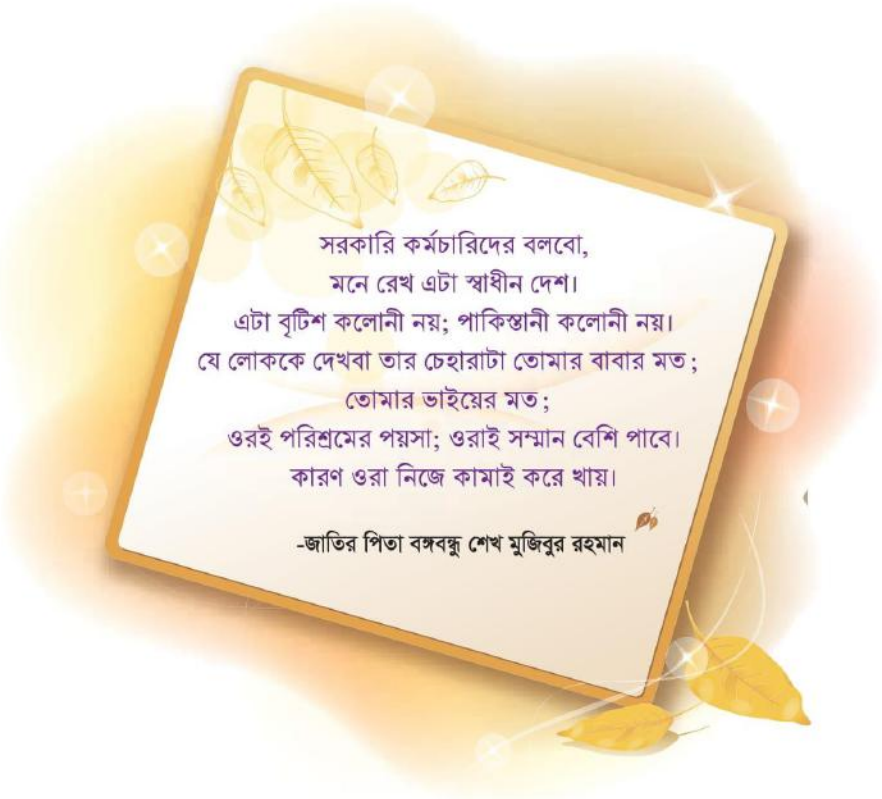
সরকারি কর্মচারিদের বলবো,
মনে রেখ এটা স্বাধীন দেশ।
এটা বৃটিশ কলোনী নয়; পাকিস্তানী কলোনী নয়।
যে লোককে দেখবা তার চেহারাটা তোমার বাবার মত;
তোমার ভাইয়ের মত;
ওরই পরিশ্রমের পয়সা; ওরাই সম্মান বেশি পাবে।
কারণ ওরা নিজে কামাই করে খায়।
-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের বছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর কার্যক্রমের বিবরণ সংবলিত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করতে পেরেছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় 'গ্রীণ ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। চলমান কোভিড-১৯ সৃষ্ট মহামারী পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ৩১ দফা দিক নির্দেশনা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কলকারখানা চালু রেখে দেশের উৎপাদনের চাকা গতিশীল রাখতে অনুপ্রাণিত করে। এর ফলে দেশের শিল্প কারখানায় সংকটকালেও উৎপাদন অব্যাহত রাখার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

কারখানায় শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদন্ড বজায় রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকল অংশীজনদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ, মজুরী প্রদান, কর্মঘণ্টা, শিশুশ্রম নিরসন, প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করে ডাইফ। নারীবান্ধব কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করতে ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৬৭ টি শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৯০২ টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারখানায় নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ডাইফ। অধিদপ্তরের আওতাধীন Remediation Coordination Cell (RCC)-এর মাধ্যমে দেশের ত্রুটিপূর্ণ পোশাক কারখানার সংস্কার কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আগামী দিনগুলোতে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তথ্যবহুল এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সার্বিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কে, এম, আব্দুস সালাম

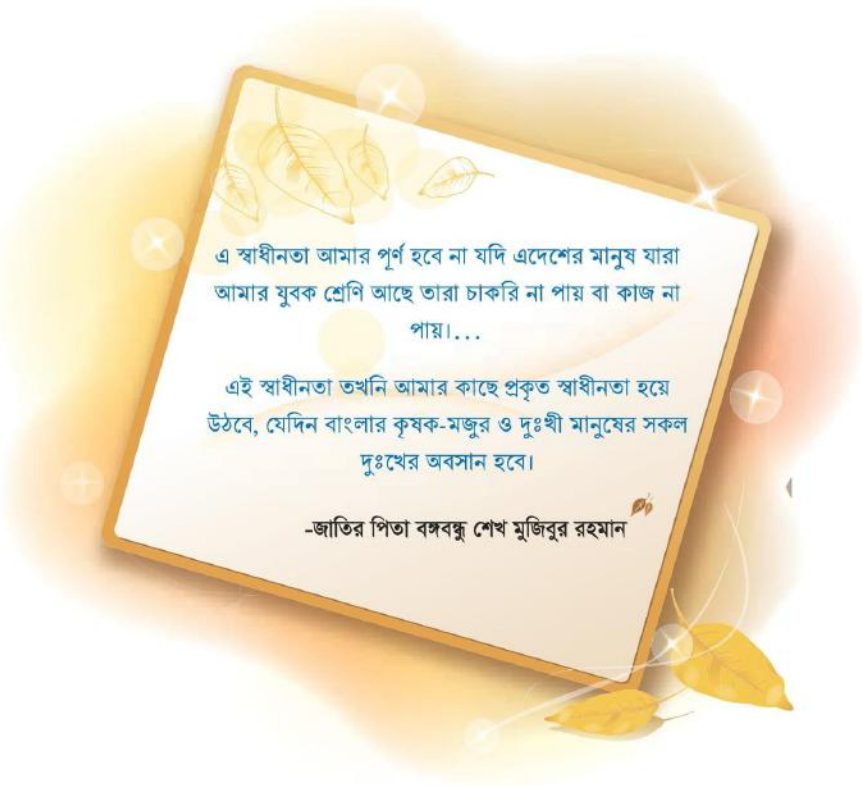
এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।...
এই স্বাধীনতা তখনি আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।
-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহাপরিদর্শক
(অতিরিক্ত সচিব)
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

শ্রমিকদের শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষকে শ্রম আইন বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শ্রমিকের আইনগত অধিকার নিশ্চিতকরণ এই অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ৩১ দফা নির্দেশনার ২৯ দফায় **"শিল্প মালিকগণ শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন"** মর্মে উল্লেখ করেছেন। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এই নির্দেশনাকে বিবেচনায় নিয়ে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরীভিত্তিতে 'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা' প্রণয়ন করেছে, যা কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে বাংলাদেশে একটি মাইলফলক। এছাড়া সারাদেশের শ্রমিকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'টেলিমেডিসিন সেবা' চালু করা হয়েছে। অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে কন্ট্রোলরুম স্থাপন, করোনা ভাইরাস প্রিভেন্টিভ কমিটি গঠন, শ্রমঘন এলাকার কারখানাগুলোতে সচেতনতামূলক পোস্টার ও ব্রুশিয়ার বিতরণ, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করাসহ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দেশী-বিদেশী অংশীজনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই অধিদপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের অনলাইন লাইসেন্সিং সিস্টেম, সেবা সহজীকরণ, অধিদপ্তরের কাজে শতভাগ ই-ফাইলিং এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষ শ্রম পরিদর্শকগণ কর্তৃক পরিচালনা করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুসঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং-এর র‍্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৪ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে ডাইফ।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে বিগত অর্থবছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের চিত্র সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ অধিদপ্তরের ২৩ টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রমের তথ্যবহুল বিবরণ এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রকাশে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ

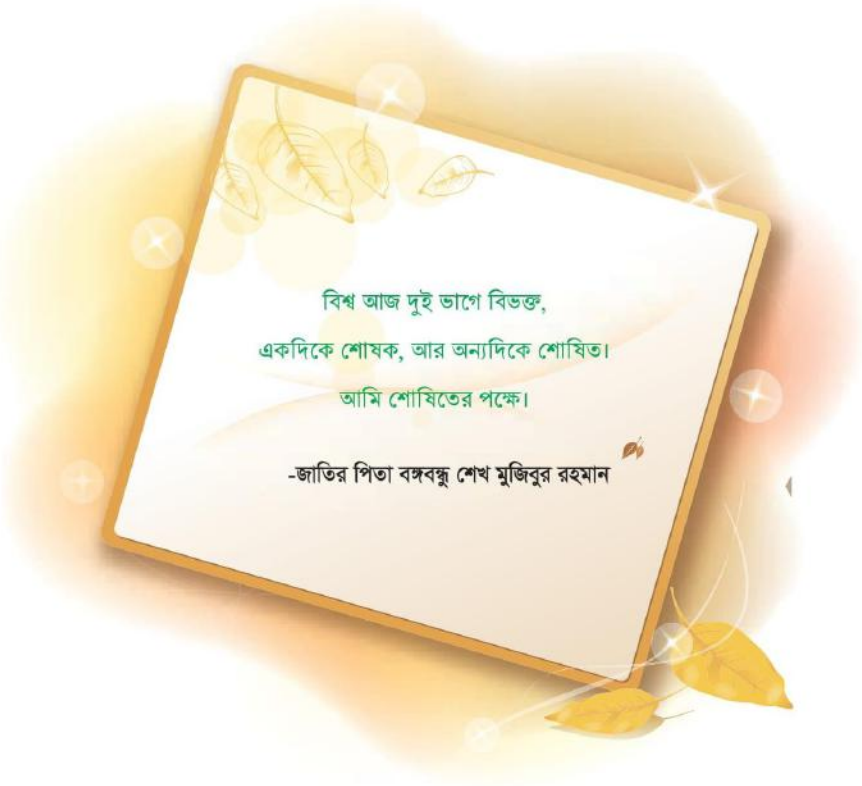
বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত,
একদিকে শোষক, আর অন্যদিকে শোষিত।
আমি শোষিতের পক্ষে।
-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা)
ও আহ্বায়ক,
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সম্পাদকীয়

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ শিল্পকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক, মালিকের সমন্বয়ে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজন, শ্রমিক অধিকার রক্ষা এবং উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য এই অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মচারীরা নিয়মিত পরিদর্শন, বিশেষ পরিদর্শন, তাৎক্ষণিক পরিদর্শন, শিশুশ্রম নিরসন, উদ্বুদ্ধকরণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনে আইনগত পরামর্শ প্রদানসহ নানাবিধ সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০৪১ অর্জন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। দেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করতে অধিদপ্তর অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও ইতোমধ্যে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যায়ের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে সারাদেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। দেশের বিশাল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী এবং ইকোনমিক ইউনিটের তুলনায় অধিদপ্তরের জনবল ও অবকাঠামো নিতান্তই অপ্রতুল। এতদসত্ত্বেও অধিদপ্তরের জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নির্ধারণ করে অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

অধিদপ্তরের বিগত অর্থবছরের কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২০। এজন্য আমরা আনন্দিত। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তথাপি এই প্রকাশনায় নানা ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে যেতে পারে। ত্রুটি বিচ্যুতি ও ঘাটতি বিষয়ে পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং পরবর্তী বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ কামনা করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ ইউসুফ আলী

সম্পাদনা পরিষদ

- **প্রধান পৃষ্ঠপোষক** : বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি
  মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

- **সার্বিক তত্ত্বাবধান** : কে, এম, আব্দুস সালাম
  সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

- **বিশেষ সহযোগিতায়** : মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ
  মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

- **বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনা কমিটি**
- আহ্বায়ক : মোঃ ইউসুফ আলী
  উপমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- সদস্য : মোঃ কামরুল হাসান
  উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- সদস্য : মোঃ মেহেদী হাসান
  উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- সদস্য : সাবিহা মুক্তা
  উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- সদস্য : মনোয়ার হোসেন
  পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- সদস্য সচিব : মোঃ ফোরকান আহসান, তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা
  কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

- প্রকাশনা : কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
  শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- প্রকাশকাল : মে, ২০২১

- ডিজাইন ও প্রিন্ট : শৈলী প্রিন্টার্স

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৭

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) পরিচিতি ১৮

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ২০

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবলের তথ্য ২১

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিয়মিত কার্যক্রম ও অর্জন ঃ

- শ্রম পরিদর্শন ২৩
- কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ ২৪
- সেইফটি কমিটি ২৫
- লাইসেন্স বাবদ কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় ২৬
- শিশুকক্ষ স্থাপন ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা ২৭
- শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তি ২৮
- অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ২৯
- গণশুনানী নিষ্পত্তি ২৯
- প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ ৩০
- লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন ৩১
- শ্রম আইন ও বিধিমালা পালনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা ৩১
- আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন ৩২
- নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন ৩২
- নিয়োগবিধি অনুমোদন ৩২
- ই-ফাইলিং-এ শীর্ষস্থান অর্জন ৩৩

লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপিকেশন (LIMA) ৩৪

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA): ২০১৯-২০২০ ৩৯

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ৪০

মুজিববর্ষের কার্যক্রম ৪১

- বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন ৪১
- মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা ৪২

অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ ৪৩

চলমান প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ ৪৪

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত উদ্যোগ ৪৯

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসনের কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ৫০

রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রম ৫১

- পটভূমি ৫১
- সংস্কার প্রক্রিয়া ৫২
- আরসিসি'র রিসোর্স ৫৩
- আরসিসি'র অগ্রগতি ৫৩
- ড্রয়িং ডিজাইন অগ্রগতি ৫৩
- সার্বিক অগ্রগতি ৫৪
- আরসিসি'র চ্যালেঞ্জসমূহ ৫৪
- ভবিষ্যত পরিকল্পনা ৫৪

০৩ (তিন) বছর মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ৫৫

তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষ ৬০

বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব ৬১

সিটিজেন চার্টার ৬২

লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি ৬৭

ফটোগ্যালারি ৬৯

ভূমিকা

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন: কর্মক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি।

মিশন:

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধনীসহ) এবং বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধনীসহ) এবং বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন
- কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
- কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি
- বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন
- নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরী
- শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং আইনগত অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মঘণ্টা ও মজুরী প্রদানসহ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিয়মিত এবং বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রেখে শ্রমিক, মালিক, সরকার ও বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবদান রাখার নিমিত্তে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতকরণের প্রয়াস চালায় এই অধিদপ্তর।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি অধিদপ্তরে উন্নীত করে এর অনুমোদিত জনবল ৩১৪ থেকে ৯৯৩-এ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ০১ টি প্রধান কার্যালয় এবং ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ডাইফ-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনে অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে সম্পাদিত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রম, গৃহীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য, শ্রম পরিদর্শন, শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, কারখানার লাইসেন্স, অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ, জনবল, প্রধান কার্যালয়ের শাখা ও উপশাখাসমূহের কার্যক্রম ও অর্জন, অধিদপ্তরের ডিজিটালাইজেশন, অধিদপ্তরের সেবাসমূহ এবং সামগ্রিক অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

একজন শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক কারখানা পরিদর্শন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) পরিচিতি

কলকারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মঘণ্টা ও মজুরী প্রদান নিশ্চিতকরণ ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে ডাইফ। কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছে ডাইফ।

অধিদপ্তরের গঠন:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব মহাপরিদর্শক এবং একজন যুগ্ম সচিব অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিদর্শকের দিক নির্দেশনায় প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা, পাঁচটি উপশাখা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রধান কার্যালয়ের চারটি শাখা নিম্নরূপ:

১. প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
২. সাধারণ শাখা
৩. সেইফটি শাখা
৪. স্বাস্থ্য শাখা

প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখার গঠন ও কার্যক্রম:

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী একজন যুগ্মমহাপরিদর্শকের অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক, দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক, একজন তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, একজন আইন কর্মকর্তা, একজন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা এবং একজন গ্রন্থাগারিক-এর সমন্বয়ে প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা গঠিত। প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখার অধীনে ৫টি উপশাখা রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন, অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতাবৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, নিয়োগ, বদলী, পদায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করা এই শাখার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়া অধিদপ্তরের আইনগত বিষয়াদি দেখাশোনা, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, প্রচার ও প্রকাশনা, মিডিয়া যোগাযোগ ও গণসংযোগ, তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য প্রদান, বাজেট প্রণয়ন, ব্যয় বিভাজন, ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কাজও এই শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

সাধারণ শাখার গঠন ও কার্যক্রম:

প্রধান কার্যালয়ে একজন যুগ্মমহাপরিদর্শকের অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক এবং দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) এর সমন্বয়ে এ শাখা গঠিত। মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম তদারকি, পরিদর্শকগণের পরিদর্শনসূচি অনুমোদন, শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রমিকদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ সংক্রান্ত শ্রম অসন্তোষ নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণসহ আইন অনুযায়ী চাকরির শর্তাবলী ও কল্যাণমূলক বিধান বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করে এই শাখা। এছাড়াও কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়োগবিধির অনুমোদন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু, জনবল সরবরাহকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু, শ্রম আইনের কতিপয় ধারা ও বিধির প্রয়োগ হতে কারখানাকে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রদান করা। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের জন্য শিক্ষা সহায়তা, মাতৃত্বকল্যাণ সহায়তা, চিকিৎসা সহায়তা, দুর্ঘটনায় মৃত্যুজনিক আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ উল্লেখিত সহায়তার চেক বিতরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে সহযোগিতা প্রদান করা এ শাখার কাজ।

সেইফটি শাখার গঠন ও কার্যক্রম:

একজন যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)-এর অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) এবং দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)-এর সমন্বয়ে সেইফটি শাখা গঠিত। বর্তমানে দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে পেশাগত সেইফটি নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পাওয়ায় সেইফটি শাখার কার্যক্রমের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সেইফটি শাখার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রধান কার্যালয়ের সেইফটি শাখায় সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) ও শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি) পদে মোট ০৭ জন কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এছাড়া জাতীয় উদ্যোগের আওতায় দেশব্যাপী পোশাক শিল্প কারখানার সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সংস্কার কার্যক্রম সেইফটি শাখা এবং অধিদপ্তরের আওতাধীন সংস্কার সমন্বয় সেল (আরসিসি)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য শাখার গঠন ও কার্যক্রম:

একজন যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর অধীনে একজন উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ও দুইজন সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-এর সমন্বয়ে স্বাস্থ্য শাখা গঠিত। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, পেশাগত রোগ প্রতিরোধ, রোগাক্রান্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, মাতৃত্বকালীন সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিকরণ, কর্মস্থলে শিশুকক্ষ স্থাপন নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনসহ আইনের বিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মহাপরিদর্শককে সহযোগিতা করা এ শাখার কাজ। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিটের কার্যক্রম, প্রতিবছর ২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস (OSH Day) উদযাপন কার্যক্রম এ শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের গঠন:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীন ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ শ্রম অভিযোগ নিষ্পত্তি, শ্রম অসন্তোষ নিরসন, শ্রম আইনের কল্যাণমূলক বিধানসমূহ বাস্তবায়ন, কারখানার লে-আউট অনুমোদন, কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করা হয়। এছাড়া কারখানা ভবনের কাঠামোগত সুরক্ষা, অগ্নি সুরক্ষা ও বৈদ্যুতিক সুরক্ষাসহ দুর্ঘটনার তদন্ত ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশুকক্ষ স্থাপন, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রযোজ্যক্ষেত্রে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ ও চেক বিতরণ ইত্যাদি কাজ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়গুলোতে ৪টি শাখার মাধ্যমে উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। শাখাগুলো হলো: সেইফটি শাখা, স্বাস্থ্য শাখা, সাধারণ শাখা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান শাখা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে কর্মস্থলে সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনে বর্ণিত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা।
- শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, কল্যাণ, মজুরী পরিশোধ, কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি তদারকি করার জন্য কারখানা, দোকান, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা।
- কারখানা নির্মাণের জন্য কারখানা ভবনের নকশা ও মেশিন লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং কারখানা সম্প্রসারণের জন্য লে-আউট সম্প্রসারণের নকশা অনুমোদন।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স ইস্যু এবং লাইসেন্স নবায়ন প্রদান।
- কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান।
- আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কারখানা কর্তৃপক্ষকে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা বা বিধি থেকে অব্যাহতি প্রদান।
- আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা।
- শ্রমিক কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা সংশ্লিষ্ট আদেশ নির্দেশ বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করা।
- শ্রমিক অধিকার এবং কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা।
- শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে শ্রম আইন বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। শ্রম আইন, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, মালিক সংগঠন এবং দরকষাকষি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ রক্ষা করা।
- শ্রম পরিদর্শন, মজুরী ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা এবং শ্রম পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।
- কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার কারণ নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ ও দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনের জন্য সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করা।
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন শ্রম পরিদর্শন, মজুরী, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবলের তথ্য

ক্রমিক নং	গ্রেড	পদের নাম ও বেতন স্কেল	অনুগানোগ্রামভুক্ত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	শূন্যপদ নিয়োগ প্রক্রিয়া						নারী
						পদোন্নতির মাধ্যমে	সরাসরি	আউটসোর্সিং	প্রেষণ	মোট	১০% সংরক্ষণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	২য়	মহাপরিদর্শক ৬৬০০০-৭৬৪৯০	১	১	০	০	০	০	০	০	০	০
২	৩য়	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ৫৬৫০০-৭৪৪০০	১	১	০	০	০	০	০	০	০	০
৩	৫ম	যুগ্ম মহাপরিদর্শক ৪৩০০০-৬৯৮৫০	৪	০	৪	৪	০	০	০	৪	০	০
৪	৬ষ্ঠ	উপমহাপরিদর্শক ৩৫৫০০-৬৭০১০	২৭	১২	১৫	১৫	০	০	০	১৫	০	১
৫	৯ম	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২২০০০-৫৩০৬০	৯৬	৩৯	৫৪	৫১	৩	০	০	৫৪	৩	৫
৬	৯ম	সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২২০০০-৫৩০৬০	৪১	৮	৩১	১৬	১৫	০	০	৩১	২	৪
৭	৯ম	সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি) ২২০০০-৫৩০৬০	৪১	২২	১৭	১৪	৩	০	০	১৭	২	৩
৮	৯ম	পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা ২২০০০-৫৩০৬০	১	১	০	০	০	০	০	০	০	০
৯	৯ম	তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা ২২০০০-৫৩০৬০	১	১	০	০	০	০	০	০	০	০
১০	৯ম	গ্রন্থাগরিক ২২০০০-৫৩০৬০	১	০	১	০	১	০	০	১	০	০
১১	৯ম	আইন কর্মকর্তা ২২০০০-৫৩০৬০	১	১	০	০	০	০	০	০	০	০
১২	১০ম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ১৬০০০-৩৮৬৪০	১	১	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩	১০ম	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ১৬০০০-৩৮৬৪০	২৪৮	১৬৮	৫৮	১০	৪৮	০	০	৫৮	২২	৩১
১৪	১০ম	শ্রম পরিদর্শক (সেফটি) ১৬০০০-৩৮৬৪০	৫৮	১৬	৩৭	০	৩৭	০	০	৩৭	৫	৪
১৫	১০ম	শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ১৬০০০-৩৮৬৪০	৫৮	৪৭	৬	০	৬	০	০	৬	৫	১৬
১৬	১৩ তম	পরিসংখ্যান সহকারী ১১০০০-২৬৯৫০	১	১	০	০	০	০	০	০	০	০

১৭	১৩ তম	সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর ১১০০০-২৬৯৫০	৬	৩	৩	০	৩	০	০	৩	০	২
১৮	১৩ তম	কম্পিউটার অপারেটর ১১০০০-২৬৯৫০	১	০	১	০	১	০	০	১	০	০
১৯	১৩ তম	প্রধান সহকারী ১১০০০-২৬৯৫০	৫	৪	১	০	১	০	০	১	০	১
২০	১৩ তম	হিসাব রক্ষক ১১০০০-২৬৯৫০	১	১	০	০	০	০	০	০	০	১
২১	১৪তম	উচ্চমান সহকারী ১০২০০-২৪৬৮০	২২	৯	১৩	১৩	০	০	০	১৩	০	২
২২	১৪তম	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম কম্পিউটার অপারেটর ১০২০০-২৪৬৮০	৭	৫	২	০	২	০	০	২	০	৩
২৩	১৬ তম	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ৯৩০০-২২৪৯০	১২৪	৮৮	২৭	১৯	৮	০	০	২৭	৯	২১
২৪	১৬ তম	হিসাব সহকারী ৯৩০০-২২৪৯০	১	০	১	০	১	০	০	১	০	০
২৫	১৬ তম	টেলিফোন অপারেটর ৯৩০০-২২৪৯০	১	১	০	০	০	০	০	০	০	০
২৬	১৬ তম	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর টেকনিশিয়ান ৯৩০০-২২৪৯০	১	১	০	০	০	০	০	০	০	০
২৭	১৬ তম	গাড়ি চালক ৯৭০০-২৩৪৯০ ৯৩০০-২২৪৯০	৩৬	২০	১৩	০	১৩	০	০	১৩	৩	০
২৮	১৬ তম	অফিস সহায়ক ৮২৫০-২০০১০	১৫৬	৩০	১২৬	০	২১	১০৫	০	১২৬	০	৩
২৯	২০তম	নিরাপত্তা প্রহরী ৮২১৫০-২০০১০	২৫	০	২৫	০	৫	২০	০	২৫	০	০
৩০	২০তম	মালী ৮২১৫০-২০০১০	১	০	১	০	১	০	০	১	০	০
৩১	২০তম	পরিচ্ছন্নতাকর্মী ৮২১৫০-২০০১০	২৫	১	২৪	০	৪	২০	০	২৪	০	১
মোট			৯৯৩	৪৮২	৪৬০	১৪২	১৭৩	১৪৫	০	৪৬০	৫১	৯৮

উৎস: পরিসংখ্যান ও গবেষণা উপশাখা, ডাইফ, ২০২১

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিয়মিত কার্যক্রম ও অর্জন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সম্পাদিত নিয়মিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

শ্রম পরিদর্শন:

সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং নিয়মিত কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই এ অধিদপ্তরের মূল কাজ। শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের মূল্যবোধকে সামনে রেখে সাধারণত চারটি পদ্ধতিতে পরিদর্শন করা হয়: (ক) নিয়মিত পরিদর্শন (খ) তাৎক্ষণিক পরিদর্শন (গ) দুর্ঘটনা কবলিত স্থান পরিদর্শন (ঘ) অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন।

নিয়মিত পরিদর্শন মূলত নিম্নোক্ত ধাপে সংঘটিত হয়:

- সকল নিয়মিত পরিদর্শন আগে থেকে অবহিত করেই করা হয়। এ পরিদর্শনের বিষয়ে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এক সপ্তাহ আগেই ফোন কল অথবা চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয়।
- পরিদর্শনের সময় মূলত ফ্যাক্টরির নাম, পরিদর্শনের বিভাগ, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকে। সেখানে পরিদর্শকের নামও উল্লেখ থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৭,৩২৭ টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

টেবিল: পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য

মাস	গার্মেন্টস	দোকান	প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা	মোট (২+৩+৪+৫)
১	২	৩	৪	৫	৬
জুলাই, ২০১৯	২১৭	১৩২১	৭৪১	১১৯৫	৩৪৭৪
আগস্ট, ২০১৯	২২৩	১২৬০	৭০৭	১১১০	৩৩০০
সেপ্টেম্বর, ২০১৯	২১১	১৩৯২	৭৯৮	১৩৬০	৩৭৬১
অক্টোবর, ২০১৯	২২৭	১২৯৯	৯১০	১২৬৩	৩৬৯৯
নভেম্বর, ২০১৯	১৭৮	১১৭৯	৭৮২	১২২৪	৩৩৬৩
ডিসেম্বর, ২০১৯	১৯৬	১৩৭১	৮৩৬	১৪৬৮	৩৮৭১
জানুয়ারি, ২০২০	২৫১	১২৩৫	৮০৯	১৫৫০	৩৮৪৫
ফেব্রুয়ারি, ২০২০	২১০	১৩৫০	৭৬৫	১৭১৮	৪০৪৩
মার্চ, ২০২০	২৭০	১০৬৪	৬৪২	১৪০৯	৩৩৮৫

বিশেষ পরিদর্শন: কোভিড-১৯ এর কারণে এপ্রিল, ২০২০ থেকে শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত, ২০১৮)-এর ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে বর্ণিত ধারাসমূহ অনুসরণে মোট ১৪টি প্রশ্নমালার ভিত্তিতে কারখানা পর্যায়ে বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যার তথ্য নিম্নরূপ:

এপ্রিল, ২০২০	০	০	০	৯৯	৯৯
মে, ২০২০	৬৮২	০	০	৬৭০	১৩৫২
জুন, ২০২০	১২২২	৮৭	৬০	১৭৬৬	৩১৩৫
মোট	**৩৮৮৭**	**১১৫৫৮**	**৭০৫০**	**১৪৮৩২**	**৩৭৩২৭**

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২০

বিশেষ পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব বরাবর প্রেরণ করা হচ্ছে।

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইনের দ্বাদশ অধ্যায় এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার ১৩৪ থেকে ১৬৬ বিধিতে কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। শ্রম আইন ও বিধি অনুসারে দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করা হয়। দুর্ঘটনার প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত ৪২ জন শ্রমিক এবং নিহত ১০৩ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৮৭,২২,৫০০ (সাতাশি লক্ষ বাইশ হাজার পাঁচশত) টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

টেবিল: দুর্ঘটনা এবং ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্য

মাস	দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত/গুরুতর আহত	নিহত	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, টাকা
১	২	৩	৪	৫
জুলাই, ২০১৯	৮	৪	১৩	২০০০০০
আগস্ট, ২০১৯	৫	৬	১২	২০০০০০০
সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৭	০	৬	৪০০০০০
অক্টোবর, ২০১৯	৯	১	১১	২০৫০০০০
নভেম্বর, ২০১৯	৭	৫	৬	৩৫০০০০
ডিসেম্বর, ২০১৯	৭	১৫	৩৭	১৬২২৫০০
জানুয়ারি, ২০২০	৫	২	৩	২০০০০০
ফেব্রুয়ারি, ২০২০	৬	৯	৬	৭০০০০০
মার্চ, ২০২০	২	০	৩	২০০০০০
এপ্রিল, ২০২০	০	০	০	০
মে, ২০২০	২	০	১	০
জুন, ২০২০	১	০	৫	১০০০০০০
মোট	৫৯	৪২	১০৩	৮৭২২৫০০

উৎস: সেইফটি শাখা, ডাইফ, ২০২০

সেইফটি কমিটি:

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত বাংলাদেশ শ্রম আইনের ৯০ক ধারা অনুযায়ী, "পঞ্চাশ বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন এমন প্রত্যেক কারখানায় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় সেইফটি কমিটি গঠন এবং তাকে কার্যকর করতে হবে।" বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠনের ব্যাপারে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরপর থেকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডাইফ এর তত্ত্বাবধানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন কারখানায় গঠিত সেইফটি কমিটির সংখ্যা ৯০২ টি। সেইফটি কমিটি গঠন কার্যক্রমের শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত আরএমজি কারখানাগুলোতে ২২৫০ টি এবং নন আরএমজি কারখানাগুলোতে ১৬৮৩ টি; মোট ৩৯৩৩ টি কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট কারখানাসমূহে সেইফটি কমিটি গঠনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

টেবিল: কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মাস	সেইফটি কমিটির সংখ্যা
১	২	৩
১	জুলাই, ২০১৯	৫২
২	আগস্ট, ২০১৯	৪২
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৫৮
৪	অক্টোবর, ২০১৯	৭৭
৫	নভেম্বর, ২০১৯	৭৯
৬	ডিসেম্বর, ২০১৯	৮৮
৭	জানুয়ারি, ২০২০	১৩০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২০	৯৫
৯	মার্চ, ২০২০	৯৭
১০	এপ্রিল, ২০২০	০
১১	মে, ২০২০	১৫
১২	জুন, ২০২০	১৬৯
	সর্বমোট	৯০২

উৎস: সেইফটি শাখা, ডাইফ, ২০২০

লাইসেন্স বাবদ কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়:

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যবসা এবং বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। এ লক্ষ্যে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত এবং বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নের পাশাপাশি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন করে কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় করে দেশের অর্থনীতিতে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট ৫,০৩,৪৯,২৩১/- (পাঁচ কোটি তিন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার দুইশত একত্রিশ) টাকা আয় করেছে।

টেবিল: অধিদপ্তরের কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়

ক্রমিক নং	মাসের নাম	কর বহির্ভুত রাজস্ব আয়
১	২	৩
১	জুলাই, ২০১৯	১১৯৬৭৮৪৩
২	আগস্ট, ২০১৯	৫৪৩৭৩৬১
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৪৫৪৪৩০৫
৪	অক্টোবর, ২০১৯	৪২৫৫৩৭৩
৫	নভেম্বর, ২০১৯	৩৬৪৮০৫১
৬	ডিসেম্বর, ২০১৯	৩৪৫১৩০৬
৭	জানুয়ারি, ২০২০	২৯৯২৮৫৭
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২০	২৯৭১৫৩০
৯	মার্চ, ২০২০	২৪৬০৪১৯
১০	এপ্রিল, ২০২০	৫১০০
১১	মে, ২০২০	১৭৪০০
১২	জুন, ২০২০	৮৫৯৭৬৮৬
	মোট=	৫,০৩,৪৯,২৩১/-

উৎস: হিসাব উপশাখা, ডাইফ, ২০২০

শিশুকক্ষ স্থাপন ও উদ্বুদ্ধকরণ সভা:

কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি সংবেদনশীল কর্মপরিবেশ সৃজন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নারীবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ৩৩২ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় নারীর প্রতি শোভন আচরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শ্রম আইনের ৯৪ ধারায় বলা হয়েছে, "সাধারণত চল্লিশ বা ততোধিক মহিলা শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তাদের ছয় বছরের কম বয়সী শিশু সন্তানগণের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত কক্ষের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।" নারী শ্রমিকদের জন্য কর্মপরিবেশ শোভন রাখার জন্য শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারায় কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কর্মরত নারীর সন্তানদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হচ্ছে। ডাইফের তত্ত্বাবধানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৩৬৭ টি শিশুকক্ষ স্থাপন নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া শিশুকক্ষ স্থাপনের জন্য ৩৫১ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

টেবিল: শিশুকক্ষ স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা এবং শিশুকক্ষ স্থাপন

ক্রমিক নং	মাস	স্থাপিত ডে-কেয়ারের সংখ্যা	অনুষ্ঠিত উদ্বুদ্ধকরণ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
১	জুলাই, ২০১৯	৩০	২৮
২	আগস্ট, ২০১৯	৩৫	২৭
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৯	২৫	২৬
৪	অক্টোবর, ২০১৯	৩৫	৩০
৫	নভেম্বর, ২০১৯	৩৬	২৪
৬	ডিসেম্বর, ২০১৯	৩৫	২৬
৭	জানুয়ারি, ২০২০	৫১	৮০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২০	৫১	৫৪
৯	মার্চ, ২০২০	৩৪	৩৪
১০	এপ্রিল, ২০২০	০	০
১১	মে, ২০২০	৬	৩
১২	জুন, ২০২০	২৯	১৯
	মোট =	৩৬৭	৩৫১

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০২০

শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য মামলা দায়ের ও মামলা নিষ্পত্তিঃ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। আইন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রথমে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে শ্রম আইন ও বিধির লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং তা শোধরানোর জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সময় উল্লেখপূর্বক নোটিশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন না করলে পরবর্তীতে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়। এছাড়া সময়ে সময়ে কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়। তারপরও নির্দেশনা পালন না করা হলে শ্রম আইনের বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মামলা দায়ের করা হয়েছে মোট ১৬৬৭ টি। এর মধ্য থেকে ২৬০টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

টেবিল: মামলা সংক্রান্ত তথ্য

মাস	গার্মেন্টস	দোকান	প্রতিষ্ঠান	অন্যান্য কারখানা	শিশুশ্রমের মামলা	মোট (২+৩+৪+৫+৬)	মামলা নিষ্পত্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই, ২০১৯	৯	১১	১৯	২৮	২	৬৯	৩৭
আগস্ট, ২০১৯	০	৭	০	১৬	১	২৪	৪১
সেপ্টেম্বর, ২০১৯	১৪	৪	৪	৯	৩	৩৪	৪২
অক্টোবর, ২০১৯	৩৫	১৭	২৪	৪৯	৫	১৩০	২৩
নভেম্বর, ২০১৯	০	৭০	২১	৫৯	৭	১৫৭	১৫
ডিসেম্বর, ২০১৯	৬	৮৮	১০০	১৬১	৫	৩৬০	১৮
জানুয়ারি, ২০২০	৫১	৩২	৫২	২২৭	৫	৩৬৭	২৪
ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১০	৯৭	৫৮	১৪৭	১২	৩২৪	২৬
মার্চ, ২০২০	৭	৫৭	৪০	৭৯	০	১৮৩	৩৪
এপ্রিল, ২০২০	০	০	০	০	০	০	০
মে, ২০২০	০	০	০	০	০	০	০
জুন, ২০২০	০	৩	১৪	২	০	১৯	০
মোট	১৩২	৩৮৬	৩৩২	৭৭৭	৪০	১৬৬৭	২৬০

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২০

অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি:

কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর লঙ্ঘন বিষয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করার সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রাপ্ত অভিযোগ ২৯৪৫টি, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অনিষ্পন্ন অভিযোগ ২১৯টি, মোট অভিযোগ ৩১৬৪টি এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মোট ২৯০২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। মোট অভিযোগের ৯১.৭২% হারে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

টেবিল: অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

মাস	পুঞ্জীভূত মোট অনিষ্পন্ন অভিযোগের সংখ্যা	অভিযোগ গ্রহণ			জেরসহ মোট অভিযোগ (২+৫)	মোট অভিযোগ নিষ্পত্তি (পূর্বের পুঞ্জীভূত অভিযোগ নিষ্পত্তিসহ)	নিষ্পত্তির হার
		পত্রের মাধ্যমে	অনলাইনে	মোট (২+৩)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জুলাই, ২০১৯	২১৯	২৬২	৪৮	৩১০	৫২৯	২৭৫	৫১.৯৮%
আগস্ট, ২০১৯	২৫৪	১১৪	৪০	১৫৪	৪০৮	১৬২	৩৯.৭১%
সেপ্টেম্বর, ২০১৯	২৪৬	২২৮	২০	২৪৮	৪৯৪	২৬২	৫৩.০৪%
অক্টোবর, ২০১৯	২৩২	২৩৪	৫০	২৮৪	৫১৬	৩৮৪	৭৪.৪২%
নভেম্বর, ২০১৯	১৩২	২৪১	৭৮	৩১৯	৪৫১	৩৪৫	৭৬.৫০%
ডিসেম্বর, ২০১৯	১০৬	২০৬	৭৯	২৮৫	৩৯১	৩১৬	৮০.৮২%
জানুয়ারি, ২০২০	৭৫	১৭২	৪২	২১৪	২৮৯	২৭৩	৯৪.৪৬%
ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১৬	১৯৬	১০৪	৩০০	৩১৬	২২২	৭০.২৫%
মার্চ, ২০২০	৯৪	২১৮	৪৬	২৬৪	৩৫৮	২৭৩	৭৬.২৬%
এপ্রিল, ২০২০	৮৫	২	১৪১	১৪৩	২২৮	৮৫	৩৭.২৮%
মে, ২০২০	১৪৩	১	১৮	১৯	১৬২	৫৪	৩৩.৩৩%
জুন, ২০২০	১০৮	১৯২	২১৩	৪০৫	৫১৩	২৫১	৪৮.৯৩%
মোট		২০৬৬	৮৭৯	২৯৪৫	৪৬৫৫	২৯০২	

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২০

গণশুনানী নিষ্পত্তি

শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহে নিয়মিত গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। শ্রমিকের মজুরি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, কর্মঘণ্টা, ছুটি, কারখানার লে-আউট প্ল্যান, বিভিন্ন রেজিস্টার সংরক্ষণ, ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, ওভারটাইম এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য এসব গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭৩৪ দিন গণশুনানী আয়োজনের মাধ্যমে ৭৮৩ জন সেবা প্রত্যাশীর ৭৭২টি আবেদন বা অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। গণশুনানীর নিষ্পত্তির হার ৯৮.৬০%।

টেবিল: গণশুনানী নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

মাস	দিনের সংখ্যা	সেবা প্রত্যাশীর সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
জুলাই, ২০১৯	৮৪	৮৫	৭৮	৯১.৭৬%
আগস্ট, ২০১৯	৭২	৬৬	৬৬	১০০%
সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৬৮	৮১	৮১	১০০%
অক্টোবর, ২০১৯	৮১	৯৮	৯৭	৯৯.৯৮%
নভেম্বর, ২০১৯	৭২	৭০	৬৯	৯৮.৫৭%
ডিসেম্বর, ২০১৯	৭৩	৮৬	৮৫	৯৮.৮৩%
জানুয়ারি, ২০২০	৮৫	৯৭	৯৭	১০০%
ফেব্রুয়ারি, ২০২০	৬৮	৮২	৮১	৯৮.৭৮%

মার্চ, ২০২০	৬৪	৬১	৬১	১০০%
এপ্রিল, ২০২০	১৪	১১	১১	১০০%
মে, ২০২০	১৪	১	১	১০০%
জুন, ২০২০	৩৯	৪৫	৪৫	১০০%
মোট	৭৩৪	৭৮৩	৭৭২	

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২০

প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ:

কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ১০,৯৬১ জন শ্রমিকের মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। মালিক কর্তৃক নারী শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৩৬,৭৯,৩৪,৭৪৩ (ছত্রিশ কোটি উনআশি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশত তেতাল্লিশ) টাকা।

টেবিল: প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	মাসের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ
১	২	৩	৪
১	জুলাই, ২০১৯	৯৮৭	২৭৭১৯০৫৩
২	আগস্ট, ২০১৯	৬১৩	১৭৫১৫১২৪
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৯৯১	৩১৮০৯৯৬৭
৪	অক্টোবর, ২০১৯	৭৭১	২৬৫৮৫৬৯৬
৫	নভেম্বর, ২০১৯	৭৭৪	২৩৯৩৯১৭৭
৬	ডিসেম্বর, ২০১৯	৮৩১	৩৪১৫৭২৭১
৭	জানুয়ারি, ২০২০	১৪৬৯	৪৫৯০৫১৯৮
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১৯৫৬	৮৫০৬৮৯১১
৯	মার্চ, ২০২০	১৭৪২	৫২২০৮০৪০
১০	এপ্রিল, ২০২০	০	০
১১	মে, ২০২০	০	০
১২	জুন, ২০২০	৮২৭	২৩০২৬৩০৬
	মোট =	১০,৯৬১	৩৬,৭৯,৩৪,৭৪৩

উৎস: স্বাস্থ্য শাখা, ডাইফ, ২০২০

লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন:

কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসহ ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স প্রদান এবং লাইসেন্স নবায়ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মোট ৮,৪৫৫ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ২৫,১৭৬ টি লাইসেন্স নবায়ন করেছে।

টেবিল: লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	মাস	নতুন লাইসেন্স প্রদান	লাইসেন্স নবায়ন
১	২	৩	৪
১	জুলাই, ২০১৯	৪৯৯	৬৫০৭
২	আগস্ট, ২০১৯	৫২৮	৩৪২৯
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৬৮০	৩০৫১
৪	অক্টোবর, ২০১৯	৮১৬	২৮৭৯
৫	নভেম্বর, ২০১৯	১০৩৭	১৯৮১
৬	ডিসেম্বর, ২০১৯	৯৩৬	১৩৩৬
৭	জানুয়ারি, ২০২০	১১৯৪	১৩৪৭
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১৪৩৭	৯২৬
৯	মার্চ, ২০২০	৮৪৮	৫০৯
১০	এপ্রিল, ২০২০	৩	২
১১	মে, ২০২০	৪	৬
১২	জুন, ২০২০	৪৭৩	৩২০৩
মোট		৮৪৫৫	২৫১৭৬

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২০

শ্রম আইন ও বিধিমালা পালনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা:

বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা বাস্তবায়নে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শ্রমিক ও মালিকপক্ষের জন্য মোট ৭৬০টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

টেবিল: উদ্বুদ্ধকরণ সভা

ক্রমিক	মাস	উদ্বুদ্ধকরণ সভা
১	২	৩
১	জুলাই, ২০১৯	৫৫
২	আগস্ট, ২০১৯	৫৪
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৯	৬৫
৪	অক্টোবর, ২০১৯	৫৩
৫	নভেম্বর, ২০১৯	৬১
৬	ডিসেম্বর, ২০১৯	৭৭
৭	জানুয়ারি, ২০২০	১১৬
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১১২
৯	মার্চ, ২০২০	৭৩
১০	এপ্রিল, ২০২০	৬
১১	মে, ২০২০	১০
১২	জুন, ২০২০	৭৮
মোট		৭৬০

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২০

আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ৮০ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে এবং ৬২ টি আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করেছে। আউটসোর্সিং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স নবায়ন বাবদ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ২৫,৩৬,২৫০ টাকা।

ক্রমিক	মাস	লাইসেন্স প্রদান	লাইসেন্স নবায়ন	মোট রেভিনিউ (৩+৪)
১	২	৩	৪	৫
১	জুলাই, ২০১৯	২	০	৪০০০০
২	আগস্ট, ২০১৯	২	০	৪০০০০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০১৯	১	৭	৮১৫০০
৪	অক্টোবর, ২০১৯	৯	১০	২৯২৫০০
৫	নভেম্বর, ২০১৯	৬	১০	৩১৩২৫০
৬	ডিসেম্বর, ২০১৯	১৮	১০	৫৫৭০০০
৭	জানুয়ারি, ২০২০	১৩	১৫	৪৪৫০০০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২০	১৭	৯	৪৪২০০০
৯	মার্চ, ২০২০	১২	১	৩২৫০০০
১০	এপ্রিল, ২০২০	০	০	০
১১	মে, ২০২০	০	০	০
১২	জুন, ২০২০	০	০	০
	মোট	৮০	৬২	২৫,৩৬,২৫০

উৎস: সাধারণ শাখা, ডাইফ, ২০২০

নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশ সরকার ৪২টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন করছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়ন করা। বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা-১৪৯ মোতাবেক নিম্নতম মজুরী হারের কম হারে মজুরী প্রদান নিষিদ্ধ। এই ধারা বাস্তবায়নে ডাইফ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে কোন লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ করা হয়। তারপরও নিম্নতম মজুরী বাস্তবায়নে গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নিয়োগবিধি অনুমোদন:

বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগবিধি অনুমোদন করে থাকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ৩১ টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাকুরি বিধি অনুমোদন করা হয়েছে।

ই-ফাইলিং-এ শীর্ষস্থান অর্জন:

তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজে এবং স্বল্প সময়ে জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৭-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দাপ্তরিক কাজে ই-ফাইলিং ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শতভাগ নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এটুআই প্রকল্পের আওতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ঘোষিত ই-ফাইলিং-এর র‍্যাংকিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ইতোমধ্যে ২৩ বার শীর্ষস্থান অর্জন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ০৪ (চার) বার প্রথম স্থান লাভ করেছে ডাইফ।

অধিদপ্তর (ছোট ক্যাটেগরি ৩৬টি) এর ই-নথি কার্যক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট (০১-৩১ মার্চ, ২০২০)

ক্রম	অফিসের নাম	ডাক		নথি			পত্রজারিতে নিষ্পন্ন নোট			পত্রজারির সংখ্যা
		গৃহীত	নিষ্পন্ন	স্ব-উদ্যোগে সৃজিত নোট	ডাক থেকে সৃজিত নোট	নোট নিষ্পন্ন	আন্তঃ সিস্টেম	ইমেইল ও অন্যান্য	মোট	
১	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	২৪৭১	২২৪৪	৭২২	৫৩৪	৯৬৭	২৬৭	১১৭	৩৮৪	৪০২
২	বস্ত্র অধিদপ্তর	৭৭২	৬৬৮	১০০৪	১৮৭	৬৬৮	১৮৪	৪৩১	৬১৫	৬৬৯
৩	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	৮৮৮	৭৪১	৩৬৩	১৫৪	২৪৫	২১৭	৩৮	২৫৫	২৬১
৪	শ্রম অধিদপ্তর	১৫৬৭	১১৯৩	৩৫৮	১৪১	৩৭৫	১৩১	২০	১৫১	১৫১
৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	৮৬১	৮৪৫	২৩৫	২৭৮	৩০৭	১১৩	৩৭	১৫০	১৫২
৬	মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর	১৭৬	৫০৫	১৪৫	৩০১	২৬৯	৬৪	৬৩	১২৭	১২৮
৭	জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	৫৬৮	৪৯৩	৪৭	৫১৩	৪১০	২৮	৬	৩৪	৩৮
৮	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	১৭২২	১৫৮৮	২২১	৫৪	১৭৩	১৪২	৭	১৪৯	১৫২
৯	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	৮৪৭	৫৮৪	১১৯	১২৫	১৪৫	৮৮	৬	৯৪	৯৮
১০	কারা অধিদপ্তর	২৪৩	১৯০	৪৬	১১৭	১০৮	৪৯	৫৮	১০৭	১০৭

উৎস: আইসিটি সেল, ডাইফ, ২০২০

লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA)

অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করা এবং শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্য ডিজিটাল পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ডিজিটালাইজেশন তথা সেবা সহজীকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অন্যতম সাফল্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) কে বাস্তবে রূপায়ন। এটি একটি অনলাইনভিত্তিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজ যেমন: পরিদর্শন, পরিদর্শন পরবর্তী নোটিশ প্রেরণ, শ্রম আদালতে মামলা দায়ের, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পাদন করা যায়। লিমা মূলত মোবাইল ও ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন। ফলে লিমা অ্যাপকে কম্পিউটারের পাশাপাশি মোবাইল ফোন বা ট্যাব-এ ব্যবহার করা যায়। অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য লিমা অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শকগণ পরিদর্শন পরিকল্পনাসহ পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবেন। এছাড়া, সেবা প্রার্থীরা অনলাইন এর মাধ্যমে তাদের কারখানার লাইসেন্স ও নবায়নের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সেইসাথে সেইফটি কমিটির এবং দুর্ঘটনার প্রতিবেদন ও লিমাতে দাখিল করতে পারবেন।

২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ০৬ মার্চ "লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন" (লিমা) উদ্বোধন করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে অধিদপ্তরের গাজীপুর উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে এই অ্যাপ চালু করা হয় এবং পরিদর্শকগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জানুয়ারি, ২০১৯ হতে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় লিমা-এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করে। জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত লিমার মাধ্যমে সারা দেশে পরিদর্শন সংখ্যা ১৬,১৯৫ টি।

চিত্র: লিমার মাধ্যমে পরিদর্শনের সারসংক্ষেপ, উৎস: আইসিটি সেল, ডাইফ।

অধিদপ্তরের http://lima.dife.gov.bd সাইটে লগইন করে পরিদর্শকগণ লিমার মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম (সিডিউল সাবমিট, নিয়মিত পরিদর্শন, বিশেষ পরিদর্শন, ক্যাপ তৈরী, নোটিশ প্রস্তুত, নোটিশ প্রেরণ, মামলা দায়ের ইত্যাদি) করতে পারেন। উপমহাপরিদর্শকগণ সিডিউল সাবমিট করে লিমার মাধ্যমে মহাপরিদর্শক মহোদয়ের অনুমোদন নিয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন। তাছাড়া কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/ দোকানের মালিক/ কর্তৃপক্ষগণ তাদের কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/ দোকানের লাইসেন্স গ্রহণ, লাইসেন্স নবায়ন, লে-আউট নকশা অনুমোদন এর আবেদন করতে পারবেন। এছাড়াও কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/ দোকানের সেইফটি কমিটি গঠনের নোটিশ, দুর্ঘটনার নোটিশ প্রেরণ করতে পারবেন।

খুলনায় LIMA Refreshers' Training উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি।

শ্রমিক/কর্মচারীগণ কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা, বকেয়া মজুরি, দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ প্রদান, প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা না পাওয়া ও চাকুরি সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ এই অ্যাপের মাধ্যমে করতে পারবেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকসহ পদস্থ কর্মকর্তাগণ এই অ্যাপ-এর মাধ্যমে দপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করতে পারবেন। অ্যাপটি বাস্তবায়নে কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং নেদারল্যান্ডের আর্থিক সহায়তায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। অ্যাপটি বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্যবহার করা যায়।

LIMA Refreshers' Training -এ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে এম আলী আজম বক্তব্য প্রদান করেন। (১৫-১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

লিমার ব্যবহার ডাইফের কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও কার্যকর করতে সহায়তা করছে। কারখানার লাইসেন্স প্রদান, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, লে-আউট পরিবর্তন ইত্যাদি সেবাকে সহজলভ্য করেছে এই অ্যাপ। বর্তমানে লিমাতে ০৪ (চার) টি মডিউল আছে।

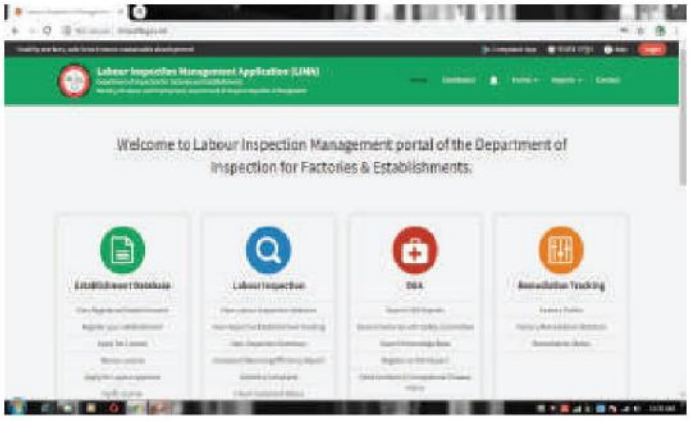

ছবি: LIMA হোমপেইজ।

মডিউল ১। কারখানা, প্রতিষ্ঠান তথ্য ভান্ডার

- লাইসেন্স এর আবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন
- লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন
- পুরনো লাইসেন্স নবায়ন ও সংশোধন
- বিভিন্ন সেক্টরের কারখানাসমূহের তালিকা
- রিপোর্ট (রেভিনিউ রিপোর্ট, অর্ধ-বার্ষিক রিটার্ন, প্রসূতি সুবিধা গ্রহণকারীদের রেজিস্টার)

মডিউল ২। শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা

- পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন
- ট্যাবলেট কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদন
- নিয়মিত ও বিশেষ পরিদর্শন (অভিযোগ, দুর্ঘটনা, লাইসেন্স) সম্পাদন
- পরিদর্শন পরবর্তী কার্যক্রম (ক্যাপ প্রস্তুত, নোটিশ প্রস্তুত, ফলোআপ পরিদর্শন)

- পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত ব্যবহার করে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ (মনিটরিং রিপোর্ট, কমপ্লায়েন্সভিত্তিক পরিদর্শন সার-সংক্ষেপ, মাসিক পরিদর্শন ব্যবস্থা)
- অভিযোগ দাখিল ও অভিযোগের বর্তমান স্ট্যাটাস জানা যায়

মডিউল ৩। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি
- সেইফটি কমিটি সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ
- পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত তথ্য
- পেশাগত ব্যাধি ও দুর্ঘটনার নোটিশ প্রদান

মডিউল ৪। ডাইফ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম
- অভ্যন্তরীণ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা
- বৈদেশিক ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ
- প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ
- সার্ভিস রেকর্ড (চাকুরী স্থায়ীকরণ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি)

এছাড়াও আরসিসির সংস্কার কার্যক্রমের মনিটরিং ব্যবস্থা হিসাবে লিমাতে Remediation Tracking নামে নতুন মডিউল চালু করা হয়েছে।

LIMA ব্যবহার করে যেসব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যাবে:

১. প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা
২. মাসিক/মেয়াদী রাজস্ব
৩. লাইসেন্স প্রদান ও ননট্যাক্স রেভেনিউ
৪. প্রসূতি সুবিধা গ্রহণকারিদের রেজিস্টার
৫. বিস্তারিত পরিদর্শন
৬. কমপ্লায়েন্স বিষয়ভিত্তিক পরিদর্শন (সার সংক্ষেপ)
৭. নোটিশ
৮. মামলার রেকর্ড
৯. মাসিক পরিদর্শন অবস্থা
১০. নিয়ম মাফিক অভিযোগ এবং প্রতিবেদন
১১. গণশুনানি সারসংক্ষেপ
১২. সেইফটি কমিটি
১৩. দুর্ঘটনায় নোটিশ প্রেরণের প্রতিবেদন
১৪. কর্মক্ষেত্রে পেশাগত ব্যাধি ও ক্ষতিপূরণের প্রতিবেদন
১৫. পার্সোনাল ডেটা শিট

লিমা সাপোর্ট টিম:

লিমা অ্যাপের মাধ্যমে পরিদর্শন ও অন্যান্য কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের জন্য প্রধান কার্যালয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট লিমা সাপোর্ট টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিম মাধ্যমে প্রতিটি সেক্টর অনুযায়ী পরিদর্শন চেকলিস্ট আপলোড করা হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে। মোবাইল/টেলিফোন, ই-মেইল (lima247dife@gmail.com) ও ফেসবুক গ্রুপ (LIMA Support) এর মাধ্যমে লিমা সাপোর্ট টিম সেবা দিয়ে থাকে। নতুন এই অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারে যেকোন সমস্যার সমাধান লিমা সাপোর্ট টিম থেকে দেওয়া হয়ে থাকে।

পরিদর্শন চেকলিস্ট আপলোড:

লিমাতে মোট ছয় ধরনের পরিদর্শন চেকলিস্ট আপলোড করা আছে। যথা-

১. কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৭)_(প্রশ্ন-১২৫টি)
২. আরএমজি কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৮)_(প্রশ্ন-১০০টি)
৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৮)_(প্রশ্ন-৫০টি)
৪. শিপ ব্রেকিং ও শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ড পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৮)_(প্রশ্ন-৫০টি)
৫. শিল্প প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান/বাণিজ্যিক ব্যাংক/বীমা প্রতিষ্ঠান/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৮)_(প্রশ্ন-৫১টি)
৬. দোকান/সুপার শপ/শপিংমল পরিদর্শন চেকলিস্ট (২০১৮)_(প্রশ্ন-২৮টি)।

লিমা বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

পর্যায়ক্রমে ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শকগণকে LIMA Refresher's Training প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিকল্পনা:

1. **LIMA Software Develop**

   লিমা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শকদের থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাক অনুযায়ী LIMA Software Develop/Update করা হবে। এতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে টেকনোভিস্তা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)।

2. **LIMA Campaign**

   আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর আর্থিক সহায়তায় অত্র অধিদপ্তর (DIFE) কর্তৃক LIMA Campaign করা হবে।

   যেমন-

   - Online License
   - Safety Committee
   - Accident and Occupational Disease

3. **Follow up LIMA Training**

   LIMA Refrsher's Training শেষে পরিদর্শকগণ কর্তৃক প্রদানকৃত নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী LIMA এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করছে কিনা এবং মাঠ পর্যায়ে কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য ২৩টি জেলা কার্যালয়ে ফলোআপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৯-২০২০:

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫
০১	পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৮০%	৯১%
০২	কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	২,০০০	১,৬৬০
০৩	পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	৩৩,০০০	৩৭,৩২৮
০৪	পরিচালিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	সংখ্যা	৭০০	৭৫২
০৫	মামলা দায়ের	সংখ্যা	১,৩০০	১,৬৩০
০৬	প্রদানকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	১২,০০০	৮,৬৬৬
০৭	নবায়নকৃত লাইসেন্স	সংখ্যা	২৫,০০০	২৫,৬৬৫
০৮	সেইফটি কমিটি গঠন	সংখ্যা	১,০০০	৯০২
০৯	ডে-কেয়ার সেন্টার/শিশুকক্ষ স্থাপন	সংখ্যা	৫০০	৩৬৭
১০	প্রশিক্ষণ ঘণ্টা (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	ঘণ্টা	৩০০	৭৯২
১১	প্রশিক্ষণার্থী (অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ)	সংখ্যা	৫০০	৭৬৬

উৎস: প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা, ডাইফ, ২০২০

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	৪৪	৭৩৪
ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	৩৫	৭৯২
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	-	৩৯
সেমিনার/ওয়ার্কশপ	২১০	৯৯৮৪

ছবি: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। প্রধান কার্যালয় এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের পদস্থ কর্মকর্তা, যুগ্ম মহাপরিদর্শকগণ, উপমহাপরিদর্শকগণ, সহকারী মহাপরিদর্শকগণ এবং শ্রম পরিদর্শকগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক কাজে নিযুক্ত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসাইন প্রশিক্ষণে মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। (১১ জানুয়ারি ২০২০)

মুজিববর্ষের কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মুজিব বর্ষ (১৭ মার্চ, ২০২০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২১) উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করেছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ১ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে উক্ত কর্নার উদ্বোধন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু কর্নারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, কর্ম ও আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের উপর আলোকচিত্র, বই, ডকুমেন্টারি, ভিডিও-এর বিরাট সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, চাকরির বিধানাবলী, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রায় আড়াই হাজার বইয়ের বিশাল সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে এই বঙ্গবন্ধু কর্নারে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবন ও কর্মের উপর জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

ছবি: আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এমপি।

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা:

মুজিববর্ষ পালনে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি ক্ষণগণনা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণায়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। ১৩ জানুয়ারি ২০২০, সোমবার শ্রম ভবনে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এমপি ক্ষণগণনা যন্ত্র উদ্বোধন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে (১০ জানুয়ারি) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয়ভাবে যে ক্ষণগণনা উদ্বোধন করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ সারাদেশের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে ক্ষণগণনা চালু করা হয়।

ক্ষণগণনা ডিভাইস-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনচিত্রের ক্রমধারা ও দুর্লভ ভাষণ সংযোজন করা হয়েছে। ডাইফ-এর প্রধান কার্যালয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,কর্তৃক উদ্বোধন করার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় গুলোতে ক্ষণগণনা ডিভাইস চালু করা হয়।

ছবি: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এমপি কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা যন্ত্র উদ্বোধন করেন।

অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ

অংকসমুহ হাজার টাকায়

অর্থনৈতিক কোড	খাতের নাম	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দের পরিমাণ	২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ	২০১৯-২০ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬
৩১১১২০১	মূলবেতন (অফিসার)	১০৯৩৪৪	৯৯৩৪৪	৮৯৭৩২	৯০.৩৩%
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	৩১৫০০	৩১০০০	২৯১১৫	৯৩.৯২%
৩১১১	নগদ মজুরী ও বেতন	১১৭০০০	১১০৭০০	৯০৭৫১	৮২%
৩২১১	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	১৩১২০০	১৩৭১৯০	১০৩৭১১	৭৫.৬%
৩৮২১	আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়	২৫০০	২৫০০	১৮৮৮	৭৫.৬%
৪১১২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২৬৯৫৬	৩৭৭৬৬	২২৯৭৬	৬০.৯%
সর্বমোট		৪১৮৫০০	৪১৮৫০০	৩৩৮১৭৩	৮১%

উৎস: হিসাব শাখা, ডাইফ, ২০২০

অধিদপ্তরের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ

খাত	পরিমাণ (হাজার টাকায়)
কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন বাবদ রাজস্ব আয়	৫,০৩,৪৯ (পাঁচ কোটি তিন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা)

উৎস: হিসাব শাখা, ডাইফ, ২০২০

চলমান প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

১। প্রকল্পের শিরোনাম : Gender Equality and Women's Empowermrnt at Work Place.

২। প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

৩। প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ : ৫৪৮.৮৭ লক্ষ টাকা;

ইউএনএফপিএ ফান্ড-৪৮৮.৪৪ লক্ষ টাকা

জিওবি-৬০.৪৩ লক্ষ টাকা

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) লিঙ্গ সমতাকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের উন্নতি।

(খ) লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা হ্রাসকরণ।

(গ) কর্মক্ষেত্রে অন্যান্য যৌন হয়রানি রোধকরণ।

(ঘ) প্রজনন স্বাস্থ্য ও যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি।

(ঙ) HIV/AIDS রোগ সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি।

৫। প্রকল্পের এলাকা/আওতা : ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ,সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ

৬। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান : কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৭। ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির বিবরণ:

- শ্রম ও কর্মসংস্থাণ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তরসমূহের জন্য "Operational strategy to prevent and respond to Gender Based Violence and Gender Discrimination in the work place", শীর্ষক স্ট্র্যাটিজি প্রণয়ন ও অনুমোদন অনুমোদিত GBV Response স্ট্র্যাটিজি বাংলা অনুবাদ ও স্ট্র্যাটিজি বাস্তবায়নে খসড়া Action Plan প্রস্তুতকরণ
- গার্মেন্টস লেভেলে ২১৫টি জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক এ্যাডভোকেসি সভা
- জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক ২টি ওরিন্টেশন প্রোগ্রামে ৮০ জন শিল্প
- পুলিশকে প্রশিক্ষণ প্রদান
- চা বাগান ম্যানেজারদেরকে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক Social Behavioral Change Communication (SBCC) ১ টি ট্রেনিং অনুষ্ঠিত।
- চা বাগানে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক ৮৫ টি এ্যাডভোকেসি সভা
- লেদারগুডস কারখানায় জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক ২৬ টি এ্যাডভোকেসি সভা
- বিজিএমইএ, চা মালিক সমিতি ও চামড়া শিল্প মালিক সংগঠনের সাথে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক ৩ টি ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত।
- ৮০ জন শ্রম পরিদর্শককে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- IRI এর ২৪ জন প্রশিক্ষককে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও যৌন-প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার অধিদপ্তরসমূহের সাথে ১ টি ওরিন্টেশন প্রোগ্রাম
- ৩০ টি Social Behavior Change Communication (SBCC) ট্রেনিং

৮। সংশোধিত এডিপি (২০১৯-২০) বরাদ্দ: ১৩৫.০০ লক্ষ টাকা

৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় অর্থের পরিমাণ ও শতকরা হারঃ ১১১.৬৭ লক্ষ টাকা (৮২.৭১%)

১। **প্রকল্পের শিরোনাম** জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (NOHSTRI) স্থাপন প্রকল্প

২। **প্রকল্পের মেয়াদকাল** : সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

৩। **প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ** : ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা;
জিওবি- ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা

৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে, শ্রমিক ও মালিকসহ সকল পক্ষকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা এবং এ বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমিকদের সচেতন করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- দেশের শিল্প কারখানাসমূহের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;

৫। **প্রকল্পের এলাকা/আওতা** : তেরখাদিয়া, রাজশাহী

৬। **প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান** : কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৭। **৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির বিবরণ:**

নির্মাণ কাজের অগ্রগতি:

- (ক) মহিলা হোস্টেল: ৬ষ্ঠ তলা ভবনের মধ্যে ৬ষ্ঠ তলা Super structure নির্মাণ কাজ শেষ। একই সাথে ব্রিক ওয়ার্ক ৫ম তলা পর্যন্ত শেষ হয়েছে। ইনসাইড প্লাষ্টার কাজ ৪র্থ তলা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। দরজা ফ্রেম ৪র্থ তলা পর্যন্ত লাগানো হয়েছে।
- (খ) মহিলা হোস্টেল: ৬ষ্ঠ তলা ভবনের মধ্যে ৬ষ্ঠ তলা Super structure নির্মাণ কাজ শেষ। একই সাথে ব্রিক ওয়ার্ক ৫ম তলা পর্যন্ত শেষ হয়েছে। ইনসাইড প্লাষ্টার কাজ ৪র্থ তলা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। দরজা ফ্রেম ৪র্থ তলা পর্যন্ত লাগানো হয়েছে।
- (গ) ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ভবন: ৬ষ্ঠ তলা ভবনের মধ্যে ৫ম তলা পর্যন্ত Super structure নির্মাণ হয়েছে। ৬ষ্ঠ তলার জন্য কলাম কাটিং হয়েছে।
- (ঘ) টিচার্স কোয়ার্টার: ৬ষ্ঠ তলা ভবনের Super structure নির্মাণ কাজ শেষ। ব্রিক ওয়ার্ক প্লাষ্টার, দরজার ফ্রেম লাগানোর কাজ চলমান।
- (ঙ) ব্যাচেলর কোয়ার্টার ভবন: ৬ষ্ঠ তলা ভবনের Super structure নির্মাণ কাজ শেষ। ব্রিক ওয়ার্ক প্লাষ্টার, দরজার ফ্রেম লাগানোর কাজ চলমান।
- (চ) ডাইরেক্টর বাংলো: ২য় তলা ভবনের Super structure নির্মাণ কাজ শেষ। দরজার ফ্রেম বসানো চলমান। গ্রিল লাগানোর কাজ চলমান আছে। ব্রিক ওয়ার্ক কাজ শেয়, প্লাষ্টার কাজ শেষ।
- (ছ) ইনস্পেকশন বাংলো:৩য় তলা ভবনের ২য় তলার ছাদ ঢালাই কাজ চলমান। আগষ্ট মাসে ৩য় তলার ঢালাই হবে। ব্রিক ওয়ার্ক, প্লাস্টার, দরজার ফ্রেম লাগানো শুরু হয় নাই।
- (জ) প্রিন্সিপাল বাংলো: ২য় তলা ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ২টি ভবন আগে থেকেই ছিল। ব্রিক ওয়ার্ক ও প্লাস্টার কাজ শেষ।
- (ঝ) একাডেমিক ভবন: ডিপিপিতে ৪র্থ তলা ভবনের সংস্থান আছে। পরবর্তীতে ৫ম তলা ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। ৫ম তলা ভবনের মধ্যে ১ম তলার কলাম কাস্টিং শেষ হয়েছে। ২২/০৭/২০২০ তারিখে ছাদ ঢালাই শুরু হয়েছে। ২৩/০৭/২০২০ তারিখে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলমান দেখতে পাওয়া যায়।
- (ঞ) বাউন্ডারী ওয়াল: উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিশ পাশের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। পূর্ব দিকে ওয়াল নির্মাণ বাকি আছে।
- (ট) সিঙ্গাপুরে একটি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

৮। **২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ মোট:** ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে রাজস্ব খাতে ৪৯০.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ২০১০.০০ লক্ষ টাকা।
জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়: মোট ২২০৬.৫৭ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে রাজস্ব খাতে ২১২.৭৩ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ১৯৯৩.৮৪ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি: ৮৮.২৬%

১। প্রকল্পের শিরোনাম : রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২। প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২১ খ্রি.

৩। প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ: মোট: ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল-এ ন্যস্ত তৈরী পোশাক শিল্প (RMG) কারখানায়-

ক) কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকিহ্রাসের নিমিত্তে CAP (Corrective Action Plan) বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ।

খ) নিরাপত্তার জন্য রিমিডিয়েশন কাজের তদারকিকরণ এবং

গ) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্তে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন।

৫। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (২০১৯-২০):

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয় (২০১৯-২০) =৭৮৩.৩৩ লক্ষ টাকা।

আরএডিপি (২০১৯-২০) বরাদ্দ =৬০০.০০ লক্ষ টাকা।

১ম, ২য় এবং ৩য় কিস্তিতে (২০১৯-২০) অর্থছাড়= ৪৪৩.৯৫ লক্ষ টাকা।

জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয়= ৩৭০.১৫ লক্ষ টাকা।

উল্লেখ্য, প্রকল্পের বিভিন্ন উপখাতে কোন বরাদ্দ না থাকায় জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কোন অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। তথাপি (জানু-জুন পর্যন্ত) ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩৭০.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যা এ বছরের আরএডিপি বরাদ্দের প্রায় ৬২%। আর জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়=(৬৯৮.০৮+৩৭০.১৫)=১০৬৮.২০ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত আরডিপিপি বরাদ্দের প্রায় ৪৭%।

৬। প্রকল্পের এলাকা/আওতা : ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম

৭। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান : কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৮। ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির বিবরণ:

আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক ১৩৪৬টি কারখানা ৫৬৬৪ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৬১৭টি করাখানা তিন বা ততোধিকবার পরিদর্শন করা হয়েছে।

আরসিসি-র আওতাধীন জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহের মধ্যে:

- অবকাঠামোগত ক্যাপ ২,৮৬২ টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৩৯%,
- বৈদ্যুতিক ক্যাপ ১৭,৮৫৭ টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৪১% এবং
- অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাপ ১৩,৫৪২ টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৩৮%।

আরসিসি-তে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কারখানার মোট ১০১২ টি ডিজাইন-ড্রইং (স্ট্রাকচারাল-৩১৪, ইলেক্ট্রিকাল-৩৬৪ এবং ফায়ার-৩৩৪) রিভিই/পর্যালোচনার জন্য জমা/সংগ্রহ করা হয়েছে। আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক ৩ ক্যাটাগরীতে মোট ৯৫৭টি ডিজাইন-ড্রইং পর্যালোচনা করা হয়েছে যার মধ্যে ৭২৩টি ডিজাইন-ড্রইং সংশোধনের জন্য ফেরৎ দেওয়া হয়েছে এবং ২৩৪ টি ডিজাইন-ড্রইং টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

কারখানার ডিজাইন-ড্রইং পরীক্ষা-নিরীক্ষার অগ্রগতি

ধরন	জমা/সংগ্রহ	পরীক্ষা-নিরীক্ষা/ রিভিউ	সংশোধনের জন্য ফেরৎ	টাস্কফোর্স অনুমোদিত	সংস্কার কাজ ১০০% সম্পাদিত
স্ট্রাকচারাল	৩১৪	২৭৭	২৩৬	৪১	১১
ইলেকট্রিকাল	৩৬৪	৩৫৮	২৩৯	১১৯	১
ফায়ার	৩৩৪	৩২২	২৪৮	৭৪	৩
মোট	১০১২	৯৫৭	৭২৩	২৩৪	১৫

১। **প্রকল্পের শিরোনাম** : তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার স্কিম

২। **প্রকল্পের মেয়াদকাল** : জুলাই, ২০১৭ হতে জুন,২০২০ খ্রি

৩। **প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ** : ৩৮৭৯.০৯ লক্ষ টাকা;
জিওবি- ২০০.০০ লক্ষ টাকা
জিআইজেড: ৩৬৭৯.০৯ লক্ষ টাকা

৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** :

- দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন
- আহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- আহত শ্রমিকের পুনর্বাসন
- দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ

১। **প্রকল্পের শিরোনাম** : কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প

২। **প্রকল্পের মেয়াদকাল** : জুলাই ২০১৯ খ্রি: হতে ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি: পর্যন্ত

৩। **প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ** : ২২৬৩৩.৮৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৪। **প্রকল্পের এলাকা/আওতা** : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, যশোর জেলা সদর, নরসিংদী জেলা সদর, টাঙ্গাইল জেলা সদর, মুন্সীগঞ্জ জেলা সদর, কিশোরগঞ্জ জেলা সদর, বগুড়া জেলা সদর, পাবনা জেলা সদর, সিরাজগঞ্জ সদর ও দিনাজপুর জেলা সদর।

৫। **প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান** : কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** :

- ১৩ টি জেলায় উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় নির্মাণ
- নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য শিল্প ঘন এলাকার বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রম, ফলপ্রসু পরিদর্শন, সময় ও খরচ কমানো
- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর অনুযায়ী ডাইফ এর কর্মকর্তা কর্মচারী, মালিক- শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা
- টেকসই কর্মপরিবেশের জন্য পরিদর্শন যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়
- প্রধান কার্যালয় ও জেলা অফিসের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন
- কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করা
- নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা।
- পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমিকদের সচেতন করা।

১। **প্রকল্পের শিরোনাম** : নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ।

২। **প্রকল্পের মেয়াদকাল** : জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১

৩। **প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ** : ৪৭১২.০০ লক্ষ টাকা; (জিওবি)

৪। **প্রকল্পের এলাকা/আওতা** : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন , ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশের উল্লেখিত গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানা

৫। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানঃ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য**

- কারখানার কাঠামোগত ঝুঁকি নিরূপনের প্রাথমিক এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা
- কারখানার অগ্নিসংক্রান্ত ঝুঁকি নিরূপনের প্রাথমিক এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা
- কারখানার বৈদ্যুতিক ঝুঁকি নিরূপনের প্রাথমিক এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা
- কারখানার বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার জন্য ভবন এ্যাসেস করা
- কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্তে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করা
- শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা
- পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রমিকদের সচতেন করা।

১। **প্রকল্পের শিরোনাম** : Strengthening Labour Inspection System of Bangladesh including OSH, communication, knowledge management and gender.

২। **প্রকল্পের মেয়াদকাল** : ডিসেম্বর, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

৩। **প্রকল্পের অর্থের উৎস ও পরিমাণ**: ৮,৫৮,৮৫,৭৫৫ টাকা (কানাডা, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য এবং আইএলও এর সহায়তা)

৪। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : স্বচ্ছ, কার্যকর এবং জেন্ডার সংবেদনশীল শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৫। **প্রকল্পের প্রধান কর্যাবলী** :

- শ্রম পরিদর্শন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) চূড়ান্তকরণ।
- কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা প্রণয়ন।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি (OSH) প্রোফাইল প্রণয়ন ও অনুমোদন।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- পরিদর্শনে দক্ষতা আনয়নের জন্য জেন্ডার পরিদর্শন, যোগাযোগ দক্ষতা, তথ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় টুলস প্রস্তুতকরণ এবং হালনাদকরণ।
- শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি স্ট্যান্ডার্ড পর্যালোচনা, জাতীয় প্রোফাইল ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা নির্বিঘ্ন করার জন্য সাপোর্ট সিস্টেম চালু।
- সেইফটি কমিটি গঠন এবং কার্যকর করার জন্য ডাইফ-এর নিয়মিত প্রতিবেদন ব্যবস্থা চালু।
- পেশাগত দুর্ঘটনা, রোগ ও আহত শ্রমিকদের তথ্যসংবলিত নিয়মিত প্রতিবেদন ব্যবস্থা।
- লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (লিমা) এর সঙ্গে সমন্বয় করে ডাইফ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা চালু।
- লিমা অ্যাপ বাস্তবায়নে ডাইফ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কারখানার সংস্কারের অগ্রগতির সুষ্ঠু রিপোর্টিং পদ্ধতি প্রবর্তন।

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণ প্রতিরোধে গৃহীত উদ্যোগ

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস)-এর সংক্রমণ থেকে শ্রমখাতকে রক্ষা করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর গৃহীত গুরত্বপূর্ণ কিছু কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- ১১ জন এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে চিকিৎসকবৃন্দ শ্রমিকদেরকে মুঠোফোনে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করছেন।
- করোনা সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শ্রমঘন এলাকার কারখানাসমূহে ৭৫০০০ (পঁচাত্তর হাজার) সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) পোস্টার কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের ফটক, দর্শনীয় স্থান ও জনসমাগম স্থানে টানানো হয়েছে। অধিকন্তু নতুন করে ১০০০০০ (এক লক্ষ) লিফলেট এবং ১০০০০০ (এক লক্ষ) পোস্টার ৪টি শ্রমঘন জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়সহ ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে করোনা ভাইরাস প্রিভেন্টিভ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। কমিটিসমূহ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম আন্তরিকভাবে বাস্তবায়ন করছেন।
- জেলা কার্যালয়সমূহ স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে করোনা প্রতিরোধে কাজ করছেন।
- করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা এবং শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন ১৬৩৫৭ চালু রয়েছে।
- অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার শিল্প পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ফোর্স-এর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ইতোমধ্যে শ্রমিক সংগঠন ও মালিকপক্ষের সঙ্গে একাধিক দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে।
- দেশের শ্রম পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার জন্য কারখানা মালিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।
- জরুরি পণ্য, পিপিই, মাস্ক, হ্যান্ড ওয়াশ/স্যানিটাইজার ও ঔষধ উৎপাদন কার্যক্রমে নিয়োজিত কারখানায় শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারখানা চালু রাখার ব্যাপারে কারখানা মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- শ্রম অসন্তোষ ও করোনা সংক্রমণ এড়াতে শ্রম আইন ও বিধি অনুসারে শ্রমিকদের বেতনাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে কারখানা মালিকপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে ও তদারকি করা হয়েছে।
- শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধকরণ এবং শ্রম অসন্তোষ নিরসনে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য মালিকপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়েছে।
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বেতন প্রদানে ব্যর্থ কারখানাসমূহের তালিকা প্রণয়নপূর্বক তা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও সংস্থাকে অবগত করা হয়েছে।
- আইএলও'র সহায়তায় ডাইফ "কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা" প্রণয়ন করেছে।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসনের কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

- সরকার শিশুশ্রম নিরসনের জন্য 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি -২০১০' প্রণয়ন করেছে। ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঝুঁকিপূর্ণ ১১টি সেক্টরে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সেক্টরগুলো হলঃ ১) এ্যালুমিনিয়াম, ২) তামাক/বিড়ি, ৩) সাবান, ৪) প্লাস্টিক, ৫) কাঁচ, ৬) পাথর ভাঙ্গা, ৭) স্পিনিং, ৮) সিল্ক, ৯) ট্যানারি, ১০) শীপ ব্রেকিং, ১১) তাঁত। অর্থবছরের শুরুতে ৩৪১ টি কারখানায় ৯০৩ জন শিশুশ্রম পাওয়া যায়। ১১টি সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য পরিদর্শকগণ মোট ২৯৯ টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করেছেন এবং ৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বছর শেষে ১১টি সেক্টরের ২৩৪টি কারখানা থেকে ৩৭৫টি শিশুশ্রম নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ছাড়াও ২টি সেক্টর নির্ধারণ করে প্রতি কার্যালয়ে মোট ৩টি সেক্টরে শিশুশ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৫টি সেক্টর ও প্রতি কার্যালয়ের ৩টি করে নতুন ১৭টি সেক্টরসহ মোট ২২টি সেক্টর নির্ধারণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫টি সেক্টরের ৮২৪ টি কারখানা থেকে ১১৩২ জন শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে। এ সময়ে মোট ৪২ টি মামলা করা হয়েছে। বাকী (২২-০৫) ১৭টি সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ৪টি সেক্টর নির্ধারিত হয়। সেক্টরগুলো হলঃ ১) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, ২) বেকারি, ৩) প্লাস্টিক, ৪) হোটেল। এই চারটি সেক্টর থেকে অর্থবছরের শুরুতে ১৪৯০টি কারখানায় ২১১০ জন শ্রমে নিয়োজিত শিশু পাওয়া যায়। বছর শেষে ৯৫৪ টি কারখানা থেকে ১১৪২ জন শিশুশ্রম নিরসন করা গেছে। এই অর্থবছরে মোট ১০৬ টি মামলা করা হয়েছে।

- অদ্যাবধি ঝুঁকিপূর্ণ ৮ টি সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। যথা: ১। পোশাক শিল্প ২। চিংড়ি ৩। ট্যানারি ৪। চামড়া জাত দ্রব্যাদি ৫। শিপ ব্রেকিং ৬। সিল্ক ৭। সিরামিক ৮। কাঁচ ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আশা করা যায় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্ধারিত সময়ে বাংলাদেশের সকল সেক্টর থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসন করা সম্ভব হবে।

রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল (আরসিসি)-এর কার্যক্রম

পটভূমি

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে রানা পাজা ধসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেইফটি ইন বাংলাদেশ (ACCORD) ও অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেইফটি (ALLIANCE) নামক দুটি ক্রেতা জোট তাদের সদস্য প্রতিষ্ঠান বা দেশগুলোতে পোশাক সরবরাহকারী কারখানাগুলোকে মূল্যায়ন করে। অবশিষ্ট কারখানগুলোর মূল্যায়ন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কর্তৃক সমর্থিত জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ)-এর মাধ্যমে যার অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্য সরকার।

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া প্রাথমিক মূল্যায়নের সমাপ্তি ঘটে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে। উক্ত সময়ে অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগ ৩৭৮০টি কারখানার প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে। এর মধ্যে অ্যাকর্ড ১৫০৫টি, অ্যালায়েন্স ৮৯০টি (অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স যৌথভাবে ১৬৪টি) এবং জাতীয় উদ্যোগ ১৫৪৯টি কারখানা প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে।

২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক মূল্যায়ন সমাপ্ত হওয়ার পর কারখানাগুলোর সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের উপর বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বারোপ করে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখিত সুপারিশ এবং সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) অনুযায়ী কারখানার মালিকদের সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ করা হয়। জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণের জন্য ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) নামক একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র গঠন করা হয়।

রূপকল্প: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) এর অধীনে একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিট হিসেবে বিকশিত হওয়া।

লক্ষ্য: টেকসই সংস্কারকাজের মাধ্যমে তৈরি পোশাক কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্য:

- জাতীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারকাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ
- অ্যাকর্ড/ অ্যালায়েন্স-এর হস্তান্তরিত কারখানাসমূহের সংস্কার তদারকি করা
- নতুন কারখানাসমূহের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- কারখানাসমূহের সংস্কারকাজ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও আস্থা নিশ্চিত করা

আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানা:

জাতীয় উদ্যোগের আওতায় আরসিসিতে ন্যস্ত কারখানার সংখ্যা ১৫৪৯টি এবং কারখানাসমূহের জেলা পর্যায়ের বিভাজন নিম্নরূপ: ঢাকা জেলাতে ৬৪৮টি, নারায়ণগঞ্জ জেলাতে ২৯৯টি, গাজীপুর ৩৭২টি, চট্টগ্রাম ১৯৩টি এবং অন্যান্য জেলাতে ৩৭টি কারখানা অবস্থিত।

জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ১৫৪৯টি কারখানার বর্তমান অবস্থা নিম্নের ছকে প্রদর্শন করা হলো:

টেবিল-১: জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ১৫৪৯ টি কারখানার বর্তমান তথ্য

জেলা	মোট কারখানা	বন্ধ	অন্যত্র স্থানান্তর	ইপিজেডের অন্তর্ভুক্ত	অ্যাকর্ড/ অ্যালায়েন্সে অন্তর্ভুক্ত	সংস্কার কার্যক্রম ফলোআপ করা হচ্ছে
ঢাকা	৬৪৮	৩২৪	৪০	০	৬৪	২২০
নারায়ণগঞ্জ	২৯৯	১১৭	৩৪	২	২০	১২৬
গাজীপুর	৩৭২	১০৪	২৫	০	৭২	১৭১
চট্টগ্রাম	১৯৪	৬৩	৪	৯	৩	১১৫
নরসিংদী	১১	৩	১	০	১	৬
টাঙ্গাইল	৭	২	০	০	৩	৬
কুমিল্লা	৬	০	০	১	৪	২
ময়মনসিংহ	৫	২	০	০	১	১
পাবনা	৩	৩	০	০	০	২
যশোর	২	০	০	০	০	০
রাজশাহী	১	১	০	০	০	২
রংপুর	১	১	০	০	০	০
মোট	**১৫৪৯**	**৬২০**	**১০৪**	**১২**	**১৬৮**	**৬৪৫**

এছাড়া, অ্যাকর্ড থেকে আরসিসিতে হস্তান্তরিত কারখানা ১০০টি, অ্যাকর্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ১২৩টি, অ্যালায়েন্স থেকে স্থগিত করা ১৮০টি, অ্যালায়েন্সের সংস্কার সম্পন্ন কারখানা ৪৬৩টি এবং অ্যালায়েন্সের অবশিষ্ট কারখানা ২৪৭টি। মোট ১১১৩টি অতিরিক্ত কারখানা আরসিসির আওতায় এসেছে। বর্তমানে অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সের কারখানাসহ সর্বমোট ২৬৬২টি কারখানা আরসিসিতে ন্যস্ত আছে।

সংস্কার প্রক্রিয়া:

আরসিসির আওতাধীন কারখানাসমূহকে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণ:

আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক সরেজমিনে কারখানা ভবনের কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তাজনিত ক্যাপ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সংস্কারকাজ সম্পন্নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ডিজাইন/ড্রইং পর্যালোচনার জন্য জমাদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন:

অধিকাংশ কারখানার সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ড্রইং/ডিজাইন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়। বিশেষত ভবনের কাঠামোগত, নিরাপত্তা যাচাইয়ের জন্য বিস্তারিত কারিগরি মূল্যায়ন (DEA) সুপারিশ করা হয়। প্রয়োজনীয় ডিজাইন/ড্রইং আরসিসি প্রকৌশলী কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে পর্যালোচনার জন্য টাস্কফোর্সে উত্থাপন করা হয়। অত:পর, টাস্কফোর্সের সুপারিশকৃত ডিজাইন/ড্রইং যথাযথ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সংস্কারকাজ ত্বরান্বিতকরণ:

যদি কোন কারখানা বা ভবনে সংস্কারকাজ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি পরিলক্ষিত না হয়, তখন সেই কারখানাসমূহের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য Escalation Protocol অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আরসিসি'র রিসোর্স

জনবল:

সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন, নিয়মিত তদারকির জন্য সর্বমোট ২৩৯ জনবল আরসিসিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে, যার মধ্যে ১৩১ জন প্রকৌশলী। আইএলও আরএমজি প্রকল্প হতে ১৪ জন (৩ জন প্রকৌশলী, ৪ জন কর্মকতা এবং ৭ জন সার্পোটিং স্টাফ), সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৩ জন (৪৮ জন প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে কর্মরত, ১২জন প্রকৌশলী ডিজাইন টিম এবং রিপোর্ট রিভিউ টিমে কর্মরত), আইএলও'র সহায়তায় ব্যুরো ভেরিটাস হতে রয়েছে ৫৪ জন (যার মধ্যে ৪৭জন প্রকৌশলী এবং ৭ জন কর্মকর্তা) এবং ডাইফ হতে ১০৭ জন (৪ জন জেলা পর্যায়ের উপমহাপরিদর্শক, ২১ জন প্রকৌশলী ও ৮০ জন কেস হ্যান্ডলার)। এছাড়াও সরকারের উপসচিব পদমর্যাদার একজন প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে আরসিসির সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

প্রশিক্ষণ: আরসিসি প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ডাইফ, বুয়েট, আইএলও, অ্যাকর্ড, ব্যুরো ভেরিটাস বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করে আসছে।

রিভিউ প্যানেল:

ঝুঁকিপূর্ণ কারখানার নিরাপত্তা বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি পর্যালোচনা পরিষদ বা রিভিউ প্যানেল গঠন করা হয়েছে। পর্যালোচনা পরিষদে রয়েছে বুয়েটের দুইজন অধ্যাপক, অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং উক্ত কমিটিতে সভাপতিত্ব করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক।

টাস্কফোর্স:

ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য তিনটি ট্রাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স মূলত ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং অগ্নি নিরাপত্তাজনিত ড্রইং/ডিজাইন বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ী পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য সুপারিশ করে থাকে।টাস্কফোর্সে রয়েছে ডাইফ, বুয়েট, রাজউক/সিডিএ, সিইআই, ফায়ার সার্ভিসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ।

আরসিসি'র অগ্রগতি:

কারখানা পরিদর্শন:

২০১৫ সালের প্রাথমিক মূল্যায়নের পর জুলাই-২০১৮ পর্যন্ত ডাইফের শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন কারখানাসমূহ ১৪০০০ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আরসিসি'র প্রকৌশলীদের দ্বারা অত্যন্ত কম সময় ও দক্ষতার সাথে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহের মধ্যে ১৩৪৬টি কারখানা মোট ৫৬৬৯ বার পরিদর্শন করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ৬১৭টি কারখানা তিন বা ততোধিকবার পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও, আরসিসিতে নিয়োজিত প্রকৌশলী কর্তৃক অ্যাকর্ডের হস্তান্তরিত ৮১ ও অ্যালায়েন্স এর মধ্যে ১৩৪৬টি কারখানা ৯৪ টি কারখানাও পরিদর্শন করা হয়েছে।

ক্যাপ ফলোআপ অগ্রগতি:

আরসিসি কার্যক্রম গ্রহণের পর জুন, ২০২০ পর্যন্ত কারখানার ভবনের কাঠামোগত অবকাঠামোগত ক্যাপ ২,৮৬২ টি র মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৩৯%, বৈদুতিক ক্যাপ ১৭,৮৫৭ টি র মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৪১% এবং অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাপ ১৩,৫৪২ টি র মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৩৮%।

ড্রয়িং ডিজাইন অগ্রগতি:

সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারখানার মোট ১০২৪ টি ড্রয়িং-ডিজাইন সংগ্রহ/ জমা প্রদান করা হয়েছে।

স্ট্রাকচারাল টাস্কফোর্স:

কাঠামোগত সংস্কারকাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৩১৪টি DEA /ড্রয়িং ও ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৪৪টি কারখানার DEA /ড্রয়িংও ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২২৭টি কারখানার DEA /ড্রইং ও ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ইলেকট্রিক্যাল টাস্কফোর্স:

সংস্কারকাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৩৭৪টি ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ১১৯টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৩৯টি কারখানার ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

ফায়ার টাস্কফোর্স:

সংস্কারকাজ করার লক্ষ্যে কারখানাসমূহের ৩৩৬টি ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন অনুমোদনের জন্য জমা পড়েছে, যার মধ্যে ৭৪টি কারখানার ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৫১টি কারখানার ফায়ার ড্রয়িং/ডিজাইন সংশোধনের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

সার্বিক অগ্রগতি:

জুন, ২০২০ পর্যন্ত সংস্কারকাজের ৫০% বা এর চেয়ে কম অগ্রগতি হয়েছে ৩৭১টি কারখানার, ৫০%-৭০% অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে ৬৭টি কারখানা এবং ১১১টি কারখানার ৭০%-এর বেশি অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন নিরাপত্তা বিষয়ক সংস্কারকাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে ১৫টি কারখানার, তন্মধ্যে ১টি কারখানা সকলক্ষেত্রে সংস্কারকাজ শতভাগ সম্পন্ন করেছে। আরসিসি প্রকৌশলীদের নিয়মিত পরিদর্শন এবং ডাইফের নিবিড় তদারকির ফলশ্রুতিতে সংস্কারকাজে অগ্রগতি দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ৬২০টি কারখানা কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে এবং ১০৪টি কারখানা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের সংস্কারকাজের সার্বিক অগ্রগতি (জুন, ২০২০ পর্যন্ত) প্রায় ৪০%। যা শুধুমাত্র জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন চলমান কারখানাসমূহ বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে। আরসিসি এর পরিদর্শন কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে জাতীয় উদ্যোগের আওতাধীন ৬২০ টি কারখানা বন্ধ হয়েছে বিধায় কারখানাসমূহে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে বিবেচনায় সার্বিক অগ্রগতি প্রায় ৬০% বলা যায়।

এছাড়াও, Escalation Protocol-এর আওতায় এপর্যন্ত ২১৫টি কারখানার Utilization of Declaration (UD) বন্ধের জন্য বিজিএমইএ/বিকেএমইএকে অনুরোধ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫১টি কারখানার ইউডি বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ। পরবর্তীতে ইউডি বন্ধের জন্য আরসিসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১৮১টি কারখানার তালিকা ডাইফের মাধ্যমে বিজিএমইএ-কে সরবরাহ করা হয়, তন্মধ্যে ৮৪টি কারখানার ইউডি বন্ধ ঘোষণা করেছে বিজিএমইএ।

আরটিএম: সংস্কারকাজে স্বচ্ছতা ও আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে অনলাইন রিমেডিয়েশন ট্র্যাকিং মডিউল (RTM) ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কারখানার বর্তমান অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট দৃশ্যমান হয়েছে।

আরসিসি'র চ্যালেঞ্জসমূহ:

- জাতীয় উদ্যোগের বেশিরভাগ কারখানাই ছোট পরিসরের
- বেশিরভাগ কারখানা ভাড়া বাড়ি বা ভবনে অবস্থিত এবং সাবকন্ট্রাকটে কাজ করছে
- একই ভবনে একাধিক প্রতিষ্ঠান/কারখানা
- আর্থিক অসচ্ছলতা, অসচেতনতা ও সংস্কারকাজের প্রতি অনাগ্রহ
- বেশিরভাগ কারখানার বিদেশি ক্রেতা না থাকায় সংস্কার কাজের প্রতি অনীহা
- Escalation Protocol অনুযায়ী কারখানাসমূহের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়
- করোনা মহামারীর কারনে অনেক বিদেশি অর্ডার বাতিল হওয়ায় অনেক কারখানার মালিক সংস্কারকাজে আগ্রহী নয়

ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

- কারখানা/ভবন মালিক ও তালিকাভুক্ত কনসাল্টিং ফার্মের প্রতিনিধিবৃন্দের সংস্কারকাজে উৎসাহিতকরণের জন্য সেমিনার/ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।
- COVID-19 পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংস্কারকাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।
- ভবিষ্যতে Industrial Safety Unit (ISU)-এর কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে DIFE এর প্রকৌশলীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

০৩ (তিন) বছর মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

ক্রম	কর্মসূচির নাম	কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা			কর্মসূচির সাথে এসডিজি, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ব-দ্বীপ কর্মপরিকল্পনার সম্পর্ক	কর্মসূচির ফলাফল ও মূখ্য অর্জন	মন্তব্য/ বাস্তবায়নে
			অর্থবছর ২০২০-২০২১	অর্থবছর ২০২১-২০২২	অর্থবছর ২০২২-২০২৩			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	অধিদপ্তর সম্প্রসারণ	২০১৪ খ্রিস্টাব্দে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তর-এ উন্নীত করে ১টি প্রধান কার্যালয় এবং ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় স্থাপন করা হয়। অধিদপ্তর অধিকতর সম্প্রসারণ করে সারাদেশে কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সকল কর্মস্থলে শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ তৈরি করা।	অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ, ২য় ফেজ এর অনুমোদন গ্রহণ।	২য় ফেজ এ অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ি জনবল, যানবাহন ইত্যাদিসহ ২য় ফেজ বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ।	১। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ি জনবল, যানবাহন ইত্যাদিসহ ২য় ফেজ সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন। ২। ৩য় ফেজ অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট্য এর লক্ষ্যমাত্রা-৮ অনযায়ী শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এর ঘোষণা-১৭.৩ অনুযায়ী শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে।	১। সারাদেশের শ্রম সেক্টরসমূহে নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন করে শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। ২। সেবা সহজীকরন সম্ভব হবে।	অধিদপ্তর
০২	ডাইফ আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সকল উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় এর নিজস্ব ভবন নির্মাণ।	১। অধিদপ্তররের ১৩টি কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন। ২। বিভাগীয় কার্যালয় ভবন নির্মাণ।	১। ১৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ভবন নির্মাণ। ২। ঢাকা জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মানের প্রকল্প প্রস্তাব।	১। ২য় ফেজ এ অনুমোদনকৃত উপমহাপরিদর্শেকের কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয় ভবন নির্মাণ। ২। ঢাকা জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।	১। ২য় ফেজ এর আওতায় অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্নকরণ। ২। ঢাকা জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মানের প্রকল্প সম্পন্নকরণ।	নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর ঘোষণা অনুযায়ী শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণসহ নিরাপদ কর্মস্থল তৈরিতে ভুমিকা রাখবে।	পরিদর্শন অধিদপ্তর শক্তিশালী হবে, শ্রম অধিকার ও শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।	প্রকল্প

০৩	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা ইন্সটিটিউট এর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং।	NOSHTRI এর সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের পর এর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং।	ল্যাব/ওয়ার্কশপ, কনসাল্ট্যান্ট ইত্যাদির জন্য নিড এসেসমেন্ট এবং সে অনুযায়ি প্রকল্প গ্রহণ।	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব্যাহত।	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব্যাহত/সম্পন্নকরণ।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট্য এর লক্ষ্যমাত্রা-৮ অনযায়ী শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ।	গবেষণার মাধ্যমে পলিসি তৈরি এবং বাস্তবায়নে অধিদপ্তরকে সহায়তা করবে।	প্রকল্প
০৪	শ্রম আইন ও বিধি পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করতে সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ।	বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করতে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট্য, ডেল্টা প্লান, পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং কর্মস্থলের ঝুকি নিরূপণসহ পেশাগত দুর্ঘটনা ও ব্যাধি সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করে সংশোধনের সুপারিশ প্রেরণ।	১। শ্রম আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক তাৎক্ষণিক জরিমানার বিধান আইনে অন্তর্ভূক্তির সুপারিশ প্রেরণ। ২। শ্রম আইনের লংঘনের দায়ে দায়েরকৃত মামলায় আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত জরিমানার হার বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ।	শ্রম আইন ও বিধি পর্যালোচনা এবং সুপারিশ প্রদান।	সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট্য, ডেল্টা প্লান, পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট বিষয় বাস্তবায়ন।	শ্রম আইন যুগোপযোগীকরণ ও সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন।	অধিদপ্তর
০৫	শ্রম অসন্তোষ নিরসনে ম্যাপিং বা ট্র্যাকার ব্যবস্থা।	বিভিন্ন শিল্পঘন অঞ্চলে প্রায়শ শ্রম অসন্তোষ দেখা যায়। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে শ্রম অসন্তোষের এলাকা চিহ্নিত করা গেলে তা নিরসনে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া যাবে।	গুগল ম্যাপিং বা রাডার ইমেজিং বা সারভেইলেন্স প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অ্যাপ তৈরি করা।	কোন একটি শিল্পঘন এলাকায় পাইলটিং	সকল শিল্পঘন এলাকায় চালু করা।	টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের লক্ষ্য-৮ অনুযায়ী শোভন কর্মপরিবেশ সৃজন ও নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত হবে।	শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন সম্ভব হবে।	অধিদপ্তর
০৬	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।	কর্মস্থলের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন।	জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উন্নয়ন বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন।	টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের লক্ষ্য-৮ অনুযায়ী শোভন কর্মপরিবেশ সৃজন ও নির্বাচনী ইশতেহারের ১৭.৩ অনুযায়ী কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে।	কর্মস্থলের দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং উৎপাদনশীল কর্মস্থল নিশ্চিত হবে।	অধিদপ্তর

০৭	পরিদর্শন পরিকল্পনা	সেক্টরভিত্তিক অগ্রাধিকার, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, আইএলও কনভেনশন, আন্তর্জাতিক শ্রমমান, ঝুঁকিভিত্তিক সেক্টর প্রভৃতি বিবেচনায় বার্ষিক পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও সকলের জন্য সহজলভ্য করতে ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	০৩ বছর মেয়াদী বার্ষিক পরিদর্শন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও তা প্রতিপালনে নির্দেশনা প্রদান।	পরিদর্শন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন	পরিদর্শন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন	সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, আইএলও কনভেনশন, আন্তর্জাতিক শ্রমমান এর লক্ষ্যসমূহ প্রতিপালিত হবে।	১। পরিদর্শন কার্যক্রমের যথাযথ মূল্যায়ন এবং এর দুর্বলদিক চিহ্নিত করে তা উত্তরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হবে। ২। শ্রম পরিদর্শনের মানের উন্নয়ন হবে।	অধিদপ্তর
০৮	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত, কারিগরী, তথ্যমূলক প্রভৃতি দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।	১। ট্রেইনিং নিড এ্যাসেসমেন্ট। ২। দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ক্যালেন্ডার তৈরি। ৩। ট্রেইনিং ডেটাবেজ। ৪। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম পর্যালোচনা। ৫। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ। ৬। অন জব ট্রেইনিং। ৭। বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন।	১। ট্রেইনিং ডেটাবেজ ২। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ৩। অন জব ট্রেইনিং (নথি ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা, ই-নথি, চাকরি আইন/বিধি ইত্যাদি)।	১। ট্রেইনিং ডেটাবেজ ২। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ৩। অন জব ট্রেইনিং (নথি ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা, ই-নথি, চাকরি আইন/বিধি ইত্যাদি)	নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর ৩.৩ এর ঘোষণা অনুযায়ী দক্ষ ও সেবামুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।	দক্ষ ও সেবামুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে।	অধিদপ্তর
০৯	কারখানা/প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজ নিয়মিত হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া চালুকরণ।	১। দেশের সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করা এবং সময়ে সময়ে বন্ধ ও নতুন স্থাপিত কারখানা/প্রতিষ্ঠানের তালিকা হালনাগাদকরণ। ২। শ্রমিকের জন্য স্মার্টকার্ড	১। লিমা'র মাধ্যমে প্রাপ্ত ডেটাবেজ কার্যকরকরণ, কারখানা/প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণে ক্যাম্পেইন/প্রচারণা গ্রহণ। ২। জরিপের মাধ্যমে শতভাগ কারখানা/প্রতিষ্ঠানের তালিকা সম্বলিত ডেটাবেজ প্রণয়ন। ৩। ডেটাবেজের সহায়তায় শ্রমিকের জন্য স্মার্টকার্ড তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ।	১। শতভাগ অনলাইনে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন করা। ২। জরিপের মাধ্যমে কারখানা/প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজ হালনাগাদকরণ। ৩। শ্রমিকের জন্য স্মার্টকার্ড তৈরির কার্যক্রম চলমান।	১। শতভাগ অনলাইনে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন করা চলমান থাকবে। ২। কারখানা/প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেজ নিয়মিত হালনাগাদকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত। ৩। ডেটাবেজের সহায়তায় শ্রমিকের জন্য স্মার্টকার্ড তৈরির কার্যক্রম সম্পন্নকরণ।	নির্বাচনী ইশতেহার এর ৩.২১ ঘোষণা অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণে ভূমিকা রাখবে।	১। ডিজিটাল ডাইফ প্রতিষ্ঠা ২। শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত হবে।	প্রকল্প

১০	দূর্ঘটনা প্রতিরোধ ক্যাম্পেইন	বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালার নির্দেশনা অনুযায়ী পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এর 'লক্ষ্যমাত্রা ৮: শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ'- বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন।	১। দুর্ঘটনা প্রতিবেদন বিষয়ে ক্যাম্পেইন।	১। দুর্ঘটনা প্রতিবেদন বিষয়ে ক্যাম্পেইন। ২। দুর্ঘটনায় হতাহতের প্রতিবেদন তৈরি।	১। দুর্ঘটনা প্রতিবেদন বিষয়ে ক্যাম্পেইন। ২। দুর্ঘটনায় হতাহতের প্রতিবেদন তৈরি।	৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এর 'লক্ষ্যমাত্রা ৮: শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ'- বাস্তবায়ন হবে।	শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হবে।	টিএ প্রকল্প
১১	কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ সৃজনে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।	১। কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি, অধিকার ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। সেইফটি কমিটি গঠন ও কমিটির করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও নির্দেশনা প্রদান।	১। কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি, অধিকার ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। সেইফটি কমিটি গঠন ও কমিটির করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও নির্দেশনা প্রদান।	১। কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি, অধিকার ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান ২। সেইফটি কমিটি গঠন ও কমিটির করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান ও নির্দেশনা প্রদান	নির্বাচনী ইশতেহারের ১৭.৩ অনুযায়ী কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে।	কারখানা/প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মস্থলের দুর্ঘটনা হ্রাসসহ কর্মপরিবেশ উন্নত হবে।	অধিদপ্তর
১২	সকল সেক্টরের জন্য সেক্টরভিত্তিক চেকলিস্ট প্রণয়ন	বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্প-এর অনুমোদিত চেকলিস্ট ব্যবহার করে পরিদর্শন পরিচালিত হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, দোকান, প্রতিষ্ঠান ও জাহাজ ভাঙা শিল্পের খসড়া চেকলিস্ট প্রণয়ন করে এই ৪টি সেক্টরে ফিল্ড টেস্ট করা হয়েছে। সকল সেক্টরে কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করতে অন্যান্য সেক্টরের জন্য সেক্টরভিত্তিক চেকলিস্ট প্রণয়ন করা আবশ্যক।	১। ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে সকল সেক্টরের জন্য চেকলিস্ট প্রণয়ন ও ফিল্ড টেস্ট। ২। চেকলিস্টের উপর ভিত্তি করে সেক্টরভিত্তিক কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ।	নবপ্রণীত চেকলিস্ট সমূহ অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	সকল সেক্টরে নির্দিষ্ট চেকলিস্ট ব্যবহার করে পরিদর্শন নিশ্চিতকরণ।	নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর ৩.৩ এর ঘোষণা অনুযায়ী দক্ষ ও সেবামুখী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।	পরিদর্শন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন সম্ভব হবে।	অধিদপ্তর
১৩	পেশাগত ব্যাধি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রতিরোধ কর্মসূচি, চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন।	১। পেশাগত ব্যাধি হালনাগাদকরণ। ২। পেশাগত ব্যাধি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা। ৩। পাথরভাংগা, জাহাজ ভাংগা, চামড়া শিল্প ইত্যাদিতে কর্মরত পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, ক্ষতিপূরন বা পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা।	কার্যনির্বাহি পর্ষদ বা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।	১। কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন অর্থাৎ পেশাগত ব্যাধিসমূহ হালনাগাদকরণ। ২। পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসাসেবা ও ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ।	পেশাগত ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসাসেবা ও ক্ষতিপূরণ/ পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ অব্যাহত।	নির্বাচনী ইশতেহারের ১৭.৩ অনুযায়ী কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে।	১। পেশাগত ব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। ২। শ্রমিকের চিকিৎসা/ক্ষতিপূরণ /পুনর্বাসন নিশ্চিত হবে।	১।অধিদপ্তর ২। প্রকল্প

১৪	কর্মক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য নিরসন	কর্মক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও বৈষম্য নিরসনে নারী-পুরুষ সকলকে সচেতন করা, আইনি বিষয় তুলে ধরা এবং সর্বোপরি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।	এ বিষয়ে প্রকল্প চলমান	১। চলমান প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং পঞ্চগড়ে অবস্থিত চা বাগান এবং সার্ভিস সেক্টর অন্তর্ভুক্তিকরণ।	কার্যক্রম অব্যাহত রাখা	এসডিজি-৫ অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যেকোন ধরণের সহিংস আচরণ এবং নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।		প্রকল্প
১৫	নন-আরএমজি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে জেন্ডার বা লিঙ্গ সমতা	১। নন-আরএমজি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বাস্তবিকভাবে জেন্ডার বা লিঙ্গ সমতা আনয়নের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে মাঠপর্যায়ে পুরুষ ও নারী শ্রমিক (৫০-৫০) নিয়োগে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ২। সমকাজে সমমজুরী প্রদান নিশ্চিতকরণ।	১। রূপকল্প প্রণয়ন, অঞ্চল ও ক্ষেত্রভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন, কার্যনির্বাহি পর্ষদ গঠন, লক্ষ্য ও চ্যালেঞ্জ নির্ধারণ। ২। নারীদের স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী হিসেবে প্রস্তুত করণ।	১। নারীদের স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী হিসেবে প্রস্তুতকরণ অব্যাহত। ২। মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান নন-আরএমজি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৩০ ভাগ নারী শ্রমিক/কর্মচারি নিয়োজিত করা।	১। নারীদের স্থানীয় পর্যায়ে শিল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী হিসেবে প্রস্তুত করণ অব্যাহত। ২। মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান নন-আরএমজি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৫০ ভাগ নারী শ্রমিক/কর্মচারি নিয়োজিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	এসডিজি-৫ অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি যেকোন ধরণের বৈষম্য আচরণ এবং নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।	নারীর ক্ষমতায়নসহ জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।	প্রকল্প
১৬	রেমিডিয়েশন কোর্ডিনেশন সেল এর মেয়াদ বৃদ্ধি	১। আরএমজি কারখানা ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক ও অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আরসিসি এর মেয়াদ বৃদ্ধি। ২। প্লাস্টিক, কেমিক্যাল, লেদার ও রি-রোলিং সেক্টর আরসিসিতে অন্তর্ভূক্তকরণ।	১। আরএমজি কারখানা ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক ও অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আরসিসি এর মেয়াদ বৃদ্ধি এবং কার্যক্রম অব্যাহত। ২। ঝুঁকি বিবেচনায় প্লাস্টিক, কেমিক্যাল, লেদার ও রি-রোলিং সেক্টর অন্তর্ভুক্তি।	১। সকল আরএমজি কারখানা ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক ও অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। ২। প্লাস্টিক, কেমিক্যাল, লেদার ও রি-রোলিং সেক্টরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কাজ অব্যাহত।	প্লাস্টিক, কেমিক্যাল, লেদার ও রি-রোলিং সেক্টরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এর 'লক্ষ্যমাত্রা ৮: শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ'- বাস্তবায়ন হবে।	শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হবে	প্রকল্প
১৭	শিশুশ্রম নিরসন	জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ বাস্তবায়নকল্পে শ্রমজীবী শিশু/কিশোর এর দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন।	১। ঝুকিপূর্ণ সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসন এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।	ঝুকিপূর্ণ সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসন সম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।	সকল সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসন করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা।	৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এর 'লক্ষ্যমাত্রা ৮: শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ'- বাস্তবায়ন হবে।	শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার পাশাপাশি শিশু নির্যাতন বন্ধ হবে।	প্রকল্প

তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষ

প্রধান কার্যালয় ও উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের আপীল কর্তৃপক্ষ	প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা	ই-মেইল
মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	ig@dife.gov.bd, chiefdife@gmail.com,

প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা	ই-মেইল
মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), প্রধান কার্যালয়।	শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	addig@dife.gov.bd,
মোঃ ফোরকান আহসান তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা (বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), প্রধান কার্যালয়।	শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	pro@dife.gov.bd,

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ

ক্রমিক	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকরতার নাম, পদবি ও কর্মস্থল	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের ঠিকানা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ই-মেইল নম্বর
১	এ কে এম সালাউদ্দিন উপমহাপরিদর্শক, ঢাকা	পুরাতন শ্রম ভবন, ৪, রাজউক এভিনিউ, (২য়, ৮ম ও ৯ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, ঢাকা-১০০০।	dig.dhaka@dife.gov.bd, digfe.dhaka@gmail.com,
২	সৌমেন বড়ুয়া উপমহাপরিদর্শক, নারায়ণগঞ্জ	বাগে জান্নাত মসজিদ গলি, ১৪২ নবাব সলিমুল্লাহ রোড, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।	dig.narayanganj@dife.gov.bd, dig.narayanganj@gmail.com,
৩	আহমেদ বেলাল উপমহাপরিদর্শক, গাজীপুর	আইআরআই রোড, টঙ্গী, গাজীপুর।	dig.gazipur@dife.gov.bd, dig.gazipur@gmail.com,
৪	আপ্তুল্লাহ আল সাকিব মুবাররাত উপমহাপরিদর্শক, চট্টগ্রাম	জাম্বুরী মাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম-৪১০০।	dig.chattogram@dife.gov.bd, digctg@gmail.com,
৫	মোঃ আতিকুর রহমান উপমহাপরিদর্শক, নরসিংদী	২৬/২ তরোয়া, জেলখানা মোড়, নরসিংদী।	dig.narsingdi@dife.gov.bd, narsingdidife@gmail.com,
৬	মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন উপমহাপরিদর্শক, মুন্সিগঞ্জ	ভূইয়া ম্যানশন ২য় তলা, সদর হাসপাতাল রোড, পঞ্চসার, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।	dig.munshiganj@dife.gov.bd, dig.munshigonj@gmail.com
৭	মহর আলী মোল্লা উপমহাপরিদর্শক, টাংগাইল	প্রান্ত প্রভা (৩য় তলা), আট পুকুরপাড় (বিশ্বাস বেতকা), ঢাকা রোড, টাংগাইল।	dig.tangail@dife.gov.bd, digfe.tangail@gmail.com,
৮	শাহ্ মোফাখখারুল ইসলাম উপমহাপরিদর্শক, কিশোরগঞ্জ	৩৪২/১, সাগর ভিলা, পশ্চিম হারুয়া (কশাই খানা), কিশোরগঞ্জ।	dig.kishoreganj@dife.gov.bd, digkishoregonj@gmail.com,
৯	মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান উপমহাপরিদর্শক, মৌলভীবাজার	ভানুগাছ রোড (১০ নং গোলচত্বর সংলগ্ন), শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।	dig.maulovibazar@dife.gov.bd, dig.moulvibazar@gmail.com,
১০	মোঃ মতিউর রহমান উপমহাপরিদর্শক, ফরিদপুর	পশ্চিম গোয়ালচামট, ২ নং সড়ক, ফরিদপুর	dig.faridpur@dife.gov.bd, digfaridpur2017@gmail.com,
১১	এম. এম. মামুন-অর-রশিদ উপমহাপরিদর্শক, কুমিল্লা	যাদুঘর রোড, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের প্রথম গেইট সংলগ্ন, কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।	dig.cumilla@dife.gov.bd, digcomilla.dife@gmail.com,
১২	তপন বিকাশ তঞ্চঙ্গ্যা উপমহাপরিদর্শক, সিলেট	মির্জা ভিলা (৩য় তলা), ৯/বি, পল্লবী আবাসিক এলাকা, পশ্চিম পাঠানটুলা, সিলেট-৩১০০।	dig.sylhet@dife.gov.bd, dig.sylhet.bd@gmail.com,
১৩	বুলবুল আহমেদ উপমহাপরিদর্শক, ময়মনসিংহ	ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক, মাসকান্দা, সদর, ময়মনসিংহ।	dig.mymensingh@dife.gov.bd, dig.mymensingh1@gmail.com,
১৪	সোমা রায় উপমহাপরিদর্শক, রংপুর	আর কে রোড, গগেশপুর, রংপুর	dig.rangpur@dife.gov.bd, dife.rangpur@gmail.com,
১৫	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান উপমহাপরিদর্শক, দিনাজপুর	বালুয়া ডাঙ্গার মোড়, পাহাড়পুর, দিনাজপুর।	dig.dinajpur@dife.gov.bd, dig.dinajpur.dife@gmail.com,
১৬	মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া উপমহাপরিদর্শক, রাজশাহী	৬৯, আলম এপার্টমেন্ট (৪র্থ তলা), বিসিক মোড়, সপুরা, রাজশাহী।	dig.rajshahi@dife.gov.bd, dig.mole.rajshahi@gmail.com,
১৭	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম উপমহাপরিদর্শক, পাবনা	১১১/বি, লাইব্রেরী বাজার, ডিসি রোড, পাবনা-৬৬০০	dig.pabna@dife.gov.bd, digpabna@gmail.com,
১৮	মোঃ ইকবাল হোসাইন খান উপমহাপরিদর্শক, বগুড়া	বাড়ী নং-জি-১২৫, রহমান নগর, বগুড়া-৫৮০০।	dig.bogura@dife.gov.bd, digbogra@gmail.com,
১৯	রাজীব চন্দ্র ঘোষ উপমহাপরিদর্শক, সিরাজগঞ্জ	চড় রায়পুর, পূর্বপাড়া, রামগাতি, সিরাজগঞ্জ।	dig.sirajganj@dife.gov.bd, digsirajgonj@gmail.com,
২০	মোঃ হাসিবুজ্জামান উপমহাপরিদর্শক, কুষ্টিয়া	৪০/১, মাহতাব উদ্দিন রোড, কাটাইখানা মোড়, কুষ্টিয়া	dig.kushtia@dife.gov.bd, digkushtia@gmail.com,
২১	ইকবাল আহম্মেদ উপমহাপরিদর্শক, যশোর	প্লট-০১, সেক্টর-১০, যশোর হাউজিং স্টেট, শেখহাটি বাবলাতলা, ঢাকা রোড, যশোর-৭৪০০।	dig.jessore@dife.gov.bd, dig.jessore@gmail.com,
২২	মোঃ আরিফুল ইসলাম উপমহাপরিদর্শক, খুলনা	শ্রম ভবন (৩য় তলা), বয়রা, খুলনা-৯০০০।	dig.khulna@dife.gov.bd, dig.dife.khulna@gmail.com,
২৩	হিমন কুমার সাহা উপমহাপরিদর্শক, বরিশাল	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, আমানতগঞ্জ, বরিশাল।	dig.barishal@dife.gov.bd, dife.barisal.dig@gmail.com,

বিভিন্ন কমিটির আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব:

ক্রমিক	কমিটির নাম	আহ্বায়ক, ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব
০১	নৈতিকতা কমিটি	**আহ্বায়ক:** মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) **সদস্য সচিব:** মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা
০২	ইনোভেশন টিম	**আহ্বায়ক:** মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব) **সদস্য সচিব:** সিকদার মোহাম্মদ তৌহিদুল হাসান, সহকারি মহাপরিদর্শক (সেইফটি)
০৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	**আহ্বায়ক:** মোঃ এজাজ আহমেদ জাবের, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্ম সচিব) **সদস্য সচিব:** মোঃ ইউসুফ আলী, উপমহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
০৪	শুদ্ধাচার কমিটি	**ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা:** মো: মেহেদী হাসান, উপমহাপরিদর্শক, স্বাস্থ্য শাখা **বিকল্প ফোকাল কর্মকর্তা:** অনিরুদ্ধ মহালদার, সহকারী মহাপরিদর্শক, প্রশাসন ও উন্নয়ন শাখা
০৫	এসডিজি (SDG) কমিটি	**আহ্বায়ক:** শেখ আসাদুজ্জামান, সহকারী মহাপরিদর্শক, সাধারণ শাখা **সদস্য সচিব:** মনোয়ার হোসেন, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
http://www.dife.gov.bd/

সিটিজেন চার্টার

১. ভিশন ও মিশন

ভিশন: কর্মক্ষেত্রে শোভন কর্মপরিবেশ সৃষ্টি।

মিশন:

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধনীসহ) এবং বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধনীসহ) এবং বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ বাস্তবায়ন
- কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
- কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি
- বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসন
- নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরী
- শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

২.১) নাগরিক সেবা

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	কারখানা লে-আউট প্ল্যান, সম্প্রসারণ/ সংশোধনের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন	**(ক)** কারখানা কর্তৃপক্ষ এমোনিয়া বা ব্লু প্রিন্টে দুই প্রস্থ নকশা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে (ফরম-৭৬) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানাটি সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক নকশা অনুমোদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। **(খ)** http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক) কপি। ৪। সয়েল টেস্ট রিপোর্ট (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) ৫।স্বীকৃত প্রকৌশলী/ প্রকৌশলী সংস্থা কর্তৃক প্রণীত স্ট্রাকচারাল ডিজাইন/ড্রইং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬।স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থার লোড বিয়ারিং ক্যাপাসিটি সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭।স্বীকৃত প্রকৌশলী/প্রকৌশল সংস্থা কর্তৃক ভবন নির্মাণের সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) । ৮।স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ভবনের নকশা।	বিনামূল্যে	৪৫ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
২	কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	**(ক)** কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক কারখানাটি সরেজমিনে	১। ট্রেড লাইসেন্সের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ২। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের (মালিক/এমডি/সিইও/ব্যবস্থাপক) কপি। ৪। বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ।	সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স ফি/লাইসেন্স নবায়ন ফি (তফসিল-৭ এ বর্ণিত)	৪৫ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
		পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজ পত্রের আলোকে উপমহাপরিদর্শক কারখানা/প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন এবং সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। **(খ)** http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।	৫। মেমোরেন্ডাম অফ আর্টিকেল/অংশিদারী চুক্তি কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৬। কারখানা লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৭। প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশার কপি ও অনুমোদনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ৮। ট্রেজারি চালান প্রদানের মূল কপি। ৯। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১০। কারখানা/ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১১। ফায়ার লাইসেন্স	কারখানা/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স ফি/ লাইসেন্স নবায়ন ফি চালান কোডে (১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪) জমা প্রদান করবেন।		
৩	ঠিকাদার সংস্থার (Outsourcing) রেজিস্ট্রিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং সংশোধন	**(ক)** LIMA অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত ফরম (ফরম-৭৭) পূরণ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করবেন। ২। মহাপরিদর্শক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের তথ্যাবলীর সঠিকতা যাচাই করবেন এবং প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্রের আলোকে মহাপরিদর্শক লাইসেন্স আবেদন মঞ্জুর করবেন। মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ঠিকাদার সংস্থা নির্ধারিত লাইসেন্স ফি চালান কোডে (১-৩১৪৩-০০০০-১৮৫৪) জমা প্রদান করবেন। ৩। আবেদন মঞ্জুর করা হলে উক্ত মঞ্জুরের তারিখ থেকে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নির্ধারিত পরিমাণ লাইসেন্স ফি জমা প্রদান করতে হবে। ৪। ফরম ৭৮ অনুযায়ী মহাপরিদর্শক লাইসেন্স প্রদান করবেন। ৫। ঠিকাদার সংস্থা লাইসেন্স নবায়নের জন্য বিধি ৩৫৫ (৩) এর বিধান অনুযায়ী মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করতে হবে।	১। আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ০৫ (পাঁচ) কপি ছবি। ২। আবেদনকারীর নাগরিকত্ব সনদ। ৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি। ৪। ট্রেড লাইসেন্সের কপি। ৫। TIN সনদ। ৬। মূল্য সংযোজন কর (VAT) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি। মেমোরেন্ডাম অফ এসোসিয়েশন/আর্টিকেল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ৯। মহাপরিদর্শকের অনুকূলে জামানত হিসেবে তফসিল-৭ উল্লিখিত অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংক হিসাবে জমাকরণ। ১০। কর্মীদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা তহবিল গঠন করত বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ এর ধারা-১৭(১)(২) মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল। ১১। ঠিকানাসহ অবস্থান ও অফিস ব্যবস্থাপনার বিবরণ। ১২। যোগাযোগের আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির তালিকা ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সনদপত্র। ১৩। নিজস্ব প্রশিক্ষণ সুবিধার ব্যবস্থা বা অন্য কোন অনুমোদিত প্রশিক্ষণ সংস্থার সাথে চুক্তিপত্র (যদি থাকে)। ১৪। কর্মী নিয়োগ বিধিমালা। ১৫। ভাড়ার চুক্তি/হাল খতিয়ানের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৬।বিদ্যুতের ডিমান্ড নোট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৭। প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত ভবনের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশার কপি ও অনুমোদনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৮। মূল লাইসেন্স (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ১৯। প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক/কর্মচারীর তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	সরকার নির্ধারিত লাইসেন্স ফি/ লাইসেন্স নবায়ন ফি (তফসিল-৭ এ বর্ণিত)	৪৫ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ)

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৪	কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের চাকুরি বিধি অনুমোদন	কারখানা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ফরম-১, ফরম-২ ও ফরম-২ (ক) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূরণ করে খসড়া চাকুরী বিধিমালা মহাপরিদর্শক বরাবর আবেদন করবেন। মহাপরিদর্শক বিধি ৪ অনুসরণপূর্বক চাকুরিবিধি অনুমোদন করবেন।	-	বিনামূল্যে	৪৫ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৫	লিখিত অভিযোগ নিষ্পত্তি	(ক) চাকুরির শর্তাবলী, মাতৃত্বকল্যাণ, মজুরি, আইন ও বিধি মোতাবেক অন্যান্য অভিযোগ মহাপরিদর্শক/সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক/পরিদর্শক বরাবর দাখিল করবেন। (খ) http://lima.dife.gov.bd/-এর মাধ্যমে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করা যাবে। (গ) সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	আবেদন পত্র	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৬	হেল্প লাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি।	(ক) শ্রমিক/ সংশ্লিষ্ট কেউ ১৬৩৫৭ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ দায়ের করবেন। (খ) সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৭	DEA (Detail Engineering assessment) / Design Analysis	DIFE কর্তৃক তালিকাভুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত বিভিন্ন কারখানার Structural DEA এবং Fire, Electrical Design এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি টাস্কফোর্সের সহায়তায় অনুমোদন করা হয় ও কারখানা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	৪৫ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)
৮	রিমেডিয়েশন তদারকি/ পরিদর্শন	Preliminary assessment হতে প্রাপ্ত Structural, Fire, Electrical এর প্রদত্ত সমস্যাগুলোর জন্য DEA/Design সংগ্রহ ও অনুমোদিত DEA/Design অনুযায়ী কারখানাগুলো কাজ করছে কিনা তা তদারকি করা হয়।	প্রযোজ্য নয়	বিনামূল্যে	চলমান	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)
০৯	দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	(ক) কারখানা/প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনা ঘটলে কারখানা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ০২ (দুই) দিনের মধ্যে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম-২৭, ২৭ (খ) অনুযায়ী নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে অবহিত করবেন। (খ) কারখানা পরিদর্শকগণ প্রাপ্ত নোটিশ মারফত অথবা অন্য কোন মাধ্যমে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলে	(ক) বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম ২৭, ২৭ (খ) (খ) প্রযোজ্য নয়।	বিনামূল্যে	তাৎক্ষণিক ও ক্ষেত্র বিশেষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতির সময় সাপেক্ষে সেবা প্রদান করা হয়	যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
		তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে তদন্ত করবেন। তদন্তকালে পরিদর্শকগণ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, দায়ী চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।				
১০	দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।	(ক) দুর্ঘটনা কবলিত কারখানা/প্রতিষ্ঠান সরেজমিন তদন্তকালে পরিদর্শকগণ আহত ও নিহত শ্রমিকদের বিস্তারিত তথ্য, শ্রম আইনের লঙ্ঘিত ধারাসমূহের তথ্য সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে শ্রম আইন অনুযায়ী আহত ও নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয় এবং শ্রম আইনের লঙ্ঘিত ধারার বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। (খ) দুর্ঘটনার তথ্য ও ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ক ষান্মাসিক প্রতিবেদন ফরম নং ২৮ অনুযায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রদান করবেন।	(ক) প্রযোজ্য নয় (খ) বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম ২৮	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
১১	শ্রমিকের (কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক) কাজের সময়ের নোটিশ অনুমোদন	কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কাজ শুরুর ৩০ কার্যদিবস পূর্বে বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ এবং শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক যথাযথ ফরমে শ্রমিকের (কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক) কাজের সময়ের নোটিশ অনুমোদনের জন্য উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে দাখিল করবেন। উপমহাপরিদর্শক সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	কিশোর শ্রমিকের কাজের সময়ের নোটিশ বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম ১৬ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ এর ফরম ৩৭, ৩৭(ক) এবং ৩৭(খ) মোতাবেক।	বিনামূল্যে	আবেদন প্রাপ্তির ২০ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
১২	তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান	সেবা প্রত্যাশি প্রধান কার্যালয়ে/সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে তথ্য প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করবেন।	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (http://www.infocom.gov.bd) সংশ্লিষ্ট সকল আবেদনপত্র পাওয়া যাবে।	নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে	৩০ কার্যদিবস	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

২.২) দাপ্তরিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অর্জিত ছুটি এবং শ্রান্তি বিনোদন ছুটি অনুমোদন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৭ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
২	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরী নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ।	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৬০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)
৩	পেনশন নিষ্পত্তি	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথা সময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৪	বাজেট বরাদ্দ ও বেতন ভাতা সংক্রান্ত	ibas++ সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা কার্যালয় সমূহে বাজেট বরাদ্দ এবং বেতন ভাতা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়।	ibas.finance.gov.bd এবং দপ্তরের প্রধান কার্যালয়।	বিনামূল্যে	প্রয়োজন অনুসারে	যুগ্মমহাপরিদর্শক(প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

২.৩) অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র / আবেদন ফরম প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানে সর্বোচ্চ সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	অর্জিত ছুটি ও শ্রান্তি বিনোদন ছুটি অনুমোদন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	১। মহাপরিদর্শক বরাবর নির্ধারিত নিয়মে আবেদন ২। ছুটি প্রাপ্যতার সনদ ৩। সর্বশেষ ভোগকৃত শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরীর কপি।	বিনামূল্যে	৭ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
২	পেনশন নিষ্পত্তি	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাসময়ে আবেদন।	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৩	জিপিএফ সুবিধা	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	বিনামূল্যে	৩০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৪	প্রশিক্ষণে মনোনয়ন	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২।ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ যথাসময়ে আবেদন।	প্রযোজ্য নয়	প্রয়োজন অনুসারে	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন)) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৫	মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধা	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	প্রযোজ্য নয়	১০ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক
৬	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি, যানবাহন, আসবাবপত্র এবংস্টেশনারি সরবরাহ	১। সরকারি পত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণ। ২। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অবহিতকরণ।	নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত আবেদন	বিনামূল্যে	৭ কার্যদিবস	যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) এবং সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শক

আপনার কাছে আমাদের প্রত্যাশা:

ক্রমিক	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদনপত্র জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করা
৩	সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৪	আবেদনের ধারাক্রম অনুসারে সেবা গ্রহণ
৫	সার্বিক সহযোগিতা

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS):

যথাসময়ে সেবা না পাওয়া গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবায় সংক্ষুব্ধ হলে।	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ফোন: ০২-৮৩৯১৪৬৩ ই-মেইল: dig.general@dife.gov.bd ওয়েব: http://www.dife.gov.bd	৩ মাস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	মহাপরিদর্শক ফোন: ০২-৮৩৯১৩৪৮ ই-মেইল: ig@.dife.gov.bd ওয়েব: http://www.dife.gov.bd	১ মাস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল		৩ মাস

তফসিল-০৭ (বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫)

কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান দোকান এবং ঠিকাদার সংস্থার লাইসেন্স ফি এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি

(১) কারখানার জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	৫-৩০	৫০০	৩০০
বি	৩১-৫০	১,০০০	৭০০
সি	৫১-১০০	১,৫০০	১,০০০
ডি	১০১-২০০	২,৫০০	১,৮০০
ই	২০১-৩০০	৩,০০০	২,২০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	৩,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৪,৮০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৮,০০০	৫,০০০
আই	১০০১-২০০০	১০,০০০	৭,০০০
জে	২০০১-৩০০০	১২,০০০	৮,৪০০
কে	৩০০১-৫০০০	১৫,০০০	১০,০০০
এল	৫০০১-তদূর্ধ	১৮,০০০	১২,০০০

(২) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের (কারখানা ও ঠিকাদার সংস্থা ব্যতীত) জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
মিনি	০-৫	৩০০	১৫০
এ	৫-২৫	৫০০	৩০০
বি	২৬-৫০	১,০০০	৭০০
সি	৫১-১০০	১,৫০০	১,০০০
ডি	১০১-২০০	২,৫০০	১,৮০০
ই	২০১-৩০০	৩,০০০	২,২০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	৩,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৪,৮০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৮,০০০	৫,০০০
আই	১০০১-২০০০	১০,০০০	৭,০০০
জে	২০০১-৩০০০	১২,০০০	৮,৪০০
কে	৩০০১-৫০০০	১৫,০০০	১০,০০০
এল	৫০০১-তদূর্ধ	১৮,০০০	১২,০০০

(৩) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের (ক্লাব, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যাংক, বীমা ব্যতীত) জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	১-১০	৫০০	৩০০
বি	১১-৩০	১,০০০	৭০০
সি	৩১-৫০	১,৫০০	১,০০০
ডি	৫১-১০০	২,৫০০	১,৫০০
ই	১০১-৩০০	৩,৫০০	২,০০০
এফ	৩০১-৫০০	৫,০০০	২,৫০০
জি	৫০১-৭৫০	৬,০০০	৩,০০০
এইচ	৭৫১-১০০০	৭,৫০০	৪,০০০
আই	১০০১-তদূর্ধ	১০,০০০	৫,০০০

(৪) বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	১-৩০	৫০০০	৩০০০
বি	৩১-৫০	৭,০০০	৪০০০
সি	৫১-১০০	১০,০০০	৭,০০০
ডি	১০১-৩০০	১২,০০০	৯,০০০
ই	৩০১-৫০০	১৫,০০০	১০,০০০
এফ	৫০১-৭৫০	১৭,০০০	১২,০০০
জি	৭৫১-১০০০	১৮,০০০	১৫,০০০
এইচ	১০০১-তদূর্ধ	২০,০০০	১৭,০০০

(৫) দোকান, সুপার স্টোর, ক্লাব, রেস্টুরেন্ট ও আবাসিক হোটেল এবং কারখানা নয় এমন উৎপাদনশীল শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের জন্য:

শ্রেণি	বৎসরের যেকোন দিনে নিয়োজিতব্য শ্রমিক বা কর্মচারীর সর্বোচ্চ সংখ্যা	লাইসেন্স ফি (টাকা)	লাইসেন্স নবায়নের ফি (টাকা)
এ	০-০১	১০০	৫০
বি	০২-০৩	২০০	৭০
সি	০৪-০৬	৪০০	১০০
ডি	০৭-১০	৫০০	২০০
ই	১১-১৫	১,০০০	৩০০
এফ	১৬-২০	১,৫০০	৫০০
জি	২১-২৫	২,০০০	৭০০
এইচ	২৬-৩০	৩,০০০	১,০০০
আই	৩১-৩৫	৩,৫০০	১,৫০০
জে	৩৬-৪০	৪,০০০	২,০০০
কে	৪১-তদূর্ধ	৫,০০০	৩,০০০

(৬) ঠিকাদার সংস্থার শ্রেণি বিভাগ, লাইসেন্স, নবায়ন ফি ও জামানত হিসাবে বন্ড:

ক্র: নং	কর্মীর সংখ্যা	শ্রেণি বিভাগ	লাইসেন্স ফি	নবায়ন ফি	জামানত হিসাবে বন্ড
১।	১-২০০	এ	২০,০০০/-	৫,০০০/-	২,০০,০০০
২।	২০১-৫০০	বি	৩০,০০০/-	৭,০০০/-	৩,০০,০০০
৩।	৫০১-৭০০	সি	৪০,০০০/-	১০,০০০/-	৪,০০,০০০
৪।	৭০১-১০০০	ডি	৫০,০০০/-	১৫,০০০/-	৫,০০,০০০
৫।	১০০১-২০০০	ই	৬০,০০০/-	১৮,০০০/-	৬,০০,০০০
৬।	২০০১-৪০০০	এফ	৭৫,০০০/-	২০,০০০/-	৭,৫০,০০০
৭।	৪০০১-তদূর্ধ	জি	১,০০,০০০/-	২৫,০০০/-	১০,০০,০০০

ফটোগ্যালারি

ফটোগ্যালারি
PHOTO GALLERY
ফটোগ্যালারি
ফটোগ্যালারি
PHOTO GALLERY
ফটোগ্যালারি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

করোনা ভাইরাস সংক্রমণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় শিল্প কলকারখানার শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি

কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রমণে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় শিল্প কলকারখানার শ্রম পরিস্থিতি বিষয়ক মত বিনিময় সভা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

'কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা'-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম-এর নিকট থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন যুগ্মমহাপরিদর্শক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে তৈরি পোশাক খাতের মালিকদের সাথে কারখানা সংস্কার কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়

"DIFE Reform Roadmap Review Workshop"-শীর্ষক কর্মশালায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

ডাইফ প্রধান কার্যালয়ে এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বাস্তবায়ন বিষয়ক অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসাইন প্রশিক্ষণে মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক TOT (Training of Trainers) প্রশিক্ষণ শেষে ডাইফের মহাপরিদর্শক (প্রাক্তন) জনাব শিবনাথ রায় এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ

আশুলিয়ার একটি পোশাক কারখানায় শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার) পরিদর্শন করছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের (প্রাক্তন) সচিব জনাব কে এম আলী আজম

ই-ফাইলিং-এ ছোট ক্যাটাগরির বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক (প্রাক্তন) জনাব শিবনাথ রায় সম্মাননা গ্রহণ করেন

ডাইফ প্রধান কার্যালয়ে গাজীপুরস্থ ঝরণা ফ্যাশন-এর মালিক ও শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে শ্রম অসন্তোষ নিরসন বিষয়ক সভা

উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' পরিদর্শন করেন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)-এর প্রধান কার্যালয়ে উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাইফ মহাপরিদর্শক (প্রাক্তন) জনাব শিবনাথ রায়

কেরানীগঞ্জে প্লাস্টিক সামগ্রী তৈরীর কারখানা প্রাইম পেট এন্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর অগ্নিকাণ্ডে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকদের জন্য আয়োজিত 'অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেশন'-শীর্ষক প্রশিক্ষণের একটি সেশন পরিচালনা করেন ডেনিশ অ্যাম্বাসির পদস্থ কর্মকর্তা মি. সরেন আলবার্টসেন

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নরসিংদি কর্তৃক প্রাণ ডেইরি কারখানা পরিদর্শন

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ভবন, ১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০